Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Srabon 26, 1433 Bangla, August 10, 2026, Monday, No. 216, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has handed over keys to new tin-roofed houses to families affected by recent floods in Banshkhali of Chattogram & inaugurated government's rehabilitation programme for them.
(Jago News: 13)

Tarique Rahman has emphasized efficient use of existing infrastructure, transparency & accountability in project management & long-term integrated energy planning to ensure electricity & energy security.
(Jago News: 12)

Liberal Democratic Party Chairman Col (retd) Oli Ahmed has been nominated by the Jamaat-led 11-party alliance to contest the presidential election. (BBC: 07)

Government has published 2026 SSC & equivalent examination results; Education Minister has inaugurated publication of results at ministry's conference room. (Jago News: 20)

LGRD & Cooperatives Minister has said that as Bangladesh suffered about $4 billion losses in US-Iran war, it will take time to recover country's economy. (R. Today: 21)

Home Minister has said that Motijheel's Shapla Chattar massacre case will be tried after investigation & submission of a charge sheet. (R. Today: 21)

Water Resources Minister has said, Bangladesh will pursue political efforts to secure its fair share of water from Transboundary Rivers, including through renewal of the Farakka Treaty. (R. Today: 23)

State Minister for Information & Broadcasting has called for presenting accurate history of Bangladesh's independence & democracy to next generation. (Jago News: 19)

Bangladesh Police Service Association has alleged that coordinated disinformation campaign by hidden collaborators of fascist forces is undermining police morale & hampering operational effectiveness.
(Jago News: 18)

US Ambassador to Bangladesh has visited traditional Bhimruli Floating Guava Market and expressed admiration for natural beauty, activity of farmers & exceptional arrangements of floating market.
(Jago News: 17)

Israeli Prime Minister has rejected US President Donald Trump's 15-point plan for Gaza. (BBC: 03)

Director: 44813046 Deputy News Controller: 44813048 Assistant News Controller: 44813047
44813179

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

শ্রাবণ ২৬, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ১০, ২০২৬, সোমবার, নং-২১৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে নতুন টিনের চালের বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেছেন এবং তাদের জন্য সরকারের পুনর্বাসন কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন।
(জাগো নিউজ: ১৩)

তারেক রহমান দেশের বি দ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান অবকাঠামোর দক্ষ ব্যবহার , প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত জ্বালানি পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়েছেন।
(জাগো নিউজ: ১২)

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমেদকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। (বিবিসি: ০৭)

সরকার ২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে , শিক্ষা মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। (জাগো নিউজ: ২০)

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে, এ কারণে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে- এমন মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ২১)

তদন্ত ও অভিযোগপত্র দাখিলের পর শা পলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে: ২১)

ফারাক্কা চুক্তি নবায়নসহ আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো থেকে ন্যায্য পানির অংশ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ২৩)

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নির্ভুল ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ: ১৯)

বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করেছে, ফ্যাসিবাদী শক্তির গোপন সহযোগীদের সমন্বিত অপতথ্য প্রচারণা পুলিশের মনোবল ক্ষুণ্ণ করছে এবং অভিযানিক কার্যকারিতা ব্যাহত করছে। (জাগো নিউজ: ১৮)

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলি ভাসমান পেয়ারা বাজার পরিদর্শন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য , কৃষকদের কর্মতৎপরতা এবং ভাসমান বাজারটির ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছেন। (জাগো নিউজ: ১৭)

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গাজার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
(বিবিসি: ১০)

বিবিসি

কিছু মানুষ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে : তারেক রহমান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বিগত কিছুদিন ধরে কিছু মানুষ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তারা কোনোভাবে বিশৃঙ্খলা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ না পায়। বিভ্রান্তকারীরা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিজেদের মতো চলে যাবে, কিন্তু দিনশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের জনগণ। রোববার চট্টগ্রামের বাঁশখালী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে চট্টগ্রাম জেলার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আয়োজিত `গৃহ হস্তান্তর, অনুদান ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদে বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। বিরোধী দল বা অন্য কারও যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে, তা জনগণের সামনে উপস্থাপন করুন।„ "কিন্তু বিভ্রান্তিকর কথা বলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবেন না এবং জনগণের শান্তি নষ্ট করবেন না। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বছরের বেশি সময় আগে; এখন আর পেছনে তাকানোর সুযোগ নেই, এখন কাজ করার ও দেশ গড়ার সময়,„ যোগ করেন তিনি। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কক্সবাজারের মাতারবাড়ি আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বিকেলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় হাইকমিশনারের রুদ্ধদার বৈঠক, সোমবার বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর সাথে

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সাথে রোববার বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে দুই পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তবে বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান সাংবাদিকদের শুধু এতটুকুই জানিয়েছেন যে, আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে বৈঠক করবেন ভারতীয় হাইকমিশনার। ওই বৈঠকের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমে ব্রিফিং করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবার সকাল ১১টায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সচিবালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গত সপ্তাহে দিল্লিতে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক টানাপড়েন তৈরি হয়। এর মধ্যেই দুই দেশের মধ্যে রোববারের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনা ইস্যুতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপড়েন কি বাড়ছে?

বাংলাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নয়া দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ তুলেছে ঢাকা। গত ৫ আগস্টের ওই সংবাদ সম্মেলনের ঘটনা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি-না, সম্পর্কের টানাপড়েন বেড়ে যেতে পারে কি-না- এসব প্রশ্ন এখন উঠছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।এমন প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা-দিল্লি, দুই পক্ষ থেকেই সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান হয়। তবে এরই মধ্যে গত ৫ আগস্ট ভারতে আশ্রয়ে থাকা শেখ হাসিনার নয়া দিল্লিতে গণমাধ্যমে সরাসরি কথা বলার ঘটনা ভিন্ন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন। ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের পতনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে দক্ষিণ এশিয়া ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব (এফসিসি সাউথ এশিয়া) এই সংবাদ সম্মেলনটি আয়োজন করেছিল। ঘটনাটিকে ঘিরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ঢাকা। শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে কথা বলার দিনেই রাতে কড়া ভাষায় বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই বিবৃতিতে বলা হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের বার্ষিকীর দিনে দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকার। দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টার প্রসঙ্গ টেনে ওই বিবৃতিতে বলা হয়, অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নতুন যাত্রার প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ ভারত সরকারকে আগেই জানানো হয়েছিল। এর পরেও ভারতের মাটিতে এ আয়োজনের অনুমতি দেওয়ায় ঢাকা গভীর হতাশা প্রকাশ করছে। নয়া দিল্লিতে সেই সংবাদ সম্মেলনের একদিন আগেই শেখ হাসিনা যাতে ভারতের মাটি ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করতে না পারে, সে বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে দেশটির সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিল বাংলাদেশের সরকার। এরপরও যখন শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে সরাসরি কথা বলেছেন, তাতে বাংলাদেশ সরকার যেমন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, একইসঙ্গে সরকারে থাকা বিএনপি নেতাদেরও অনেকে ভারত সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়েছেন।

বিএনপির নেতারা বলছেন, তাদের সরকার আসলে ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মকাণ্ড বন্ধ চায়। এই সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ দু-দিন আগে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, ভারতের মাটিতে বসে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া যদি দেশটি এখনই বন্ধ না করে, তাহলে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সেটি উদ্বেগ তৈরি করে। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়েও সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে। তার জবাবে তিনি বলেছেন, দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নে বাংলাদেশ বসতে চায়। তবে ভারতকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে, পরিস্থিতিটাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছেন সাবেক কূটনীতিকেরা। সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির মনে করেন, নয়া দিল্লিতে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের "এই ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা ছিল, সেটি আর অনুকূল ভূমিকা পালন করছে না।„ আরেকজন সাবেক কূটনীতিক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলছেন, "এই ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কিন্তু এটি অপ্রয়োজনীয় একটি প্রতিক্রিয়া, এটি দেখানো ঠিক হয়নি।„

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর তিনি দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নেওয়াকে ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দুই দেশের সম্পর্ক অনেকটা শীতল হয়। বিভিন্ন সময়ে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে অনুরোধও জানানো হয়। জুলাইয়ের আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণে বা ফেরাতে ভারত সরকারকে 'নোট ভারবাল' পাঠিয়ে সেসময়ও অনুরোধ করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। তখন ভারত ইতিবাচক কোনো জবাব দেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুই দেশের সম্পর্ক একেবারেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল বলে সেসময় কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছিলেন। তবে গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিএনপির রাজনৈতিক সরকারের শুরুতেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা দৃশ্যমান হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা দেশটির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তারও আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পরে বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান দিল্লী সফর করেছিলেন। তবে ভারতে থাকা শেখ হাসিনার বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়াসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা এবং তাকে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সময় দিল্লিকে অনুরোধ জানানো হয় বলে ঢাকায় কর্মকর্তারা বলছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রশ্নে বাংলাদেশের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে তারা। এরই মাঝে নয়া দিল্লিতে শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে সরাসরি কথা বলার ঘটনা এখন দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড়ো ইস্যু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার অভিযোগ করছে, এ ধরনের সংবাদ সম্মেলনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সমর্থন ছিল। ঘটনাটি দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টায় বাধা তৈরি করছে- এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে। এর ব্যাখ্যায় কর্মকর্তারা বলছেন, শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের আগেই বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা ভারতকে জানানো হয়েছিল। এরপরও সেই সংবাদ সম্মেলন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই আয়োজন বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়ে ভারত সরকারকে আগেই উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এমন একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ায় ঢাকা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।„ যদিও বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেছেন, "ভারতের সাথে আমাদের অনেক ইস্যু আছে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক অনেক ইস্যু আছে। যেগুলো আলোচনার মাধ্যমে, ডায়ালগের মাধ্যমে, বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। আমরা অবশ্যই বসতে চাই, তবে সিদ্ধান্তটা ভারতকে এখন নিতে হবে।„

এদিকে, সাবেক কূটনৈতিক হুমায়ুন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, সম্পর্ক উন্নয়নের যে ধারণা বা প্রচেষ্টাটা ছিল, এই ধরনের ঘটনা সেটার জন্য অনুকূল বা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না বলেই তার ধারণা। প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, শেখ হাসিনার সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। অনুষ্ঠানের বক্তব্যকেও সমর্থন করে না ভারত সরকার। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ভারতের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, "ভারত সরকার কোনো দায়-দায়িত্ব নিচ্ছে না বা তারা এর সাথে যুক্ত নয় বা তারা এই মতের সাথে একমত নয়, এই কথাগুলো সত্যিকার অর্থেই কোনো অর্থ বহন করে না।„ অন্যদিকে, সাবেক কূটনীতিক ফয়েজ আহমদ ব্যাখ্যা করছেন ভিন্নভাবে। তিনি বলেন, "আমি মনে করি, আমাদের সরকারের বরং উদ্যোগ নিয়ে ভারতের সাথে সম্পর্কটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানোটা সরকারের জন্য বিশেষ কাজ হয়নি।„ তবে হুমায়ুন কবির মনে করেন, সরকার যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মতের প্রতিফলনটা এসেছে। বিশ্লেষকেরা এ-ও বলছেন, ঢাকা-দিল্লির সম্পর্ক

উন্নয়নের চেষ্টায় দুই পক্ষেরই সদিচ্ছা দেখানো উচিত। তবে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বলছেন, সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন ভারতের দিক থেকেই ভূমিকা প্রয়োজন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

স্বজনের খোঁজ নেই, মালয়েশিয়ার মর্গে পড়ে আছে এক বাংলাদেশির মৃতদেহ

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের একটি হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে দীন মোহাম্মদের মৃতদেহ, তার কাছে থাকা পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী তিনি একজন বাংলাদেশি। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক খোঁজ করেও তার কোনো স্বজন বা পরিবারের সদস্যের খোঁজ না মেলায় মৃত্যুর ১৫ দিনও পরেও হাসপাতালের হিমঘর থেকে মুক্তি হচ্ছে না তার। ওদিকে কুয়ালালামপুরে তিনি যে বাংলাদেশি মালিকের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তারা হন্যে হয়ে চেষ্টা করছেন কুয়ালালামপুর কিংবা বাংলাদেশের কোথাও কোনো স্বজনকে খুঁজে বের করা যায় কি না, যিনি অন্তত মরদেহটি গ্রহণ করবেন। পাসপোর্টে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে কুমিল্লার যে এলাকার নাম দেওয়া আছে, সেই এলাকার চেয়ারম্যান বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, অনেক সন্ধান করেও তারা এই নামে কোনো ব্যক্তির হদিস ওই এলাকায় তারা বের করতে পারেননি। কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দীন মোহাম্মদের মৃত্যুর তথ্য তারা পেয়েছেন এবং তার স্বজন বা অভিভাবক খুঁজে বের করতে কাজ শুরু করেছেন। ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নূরুল হক নূর বিবিসি বাংলাকে বলছেন, স্বজন খুঁজে পাওয়া গেলে মৃতদেহ ঢাকার আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন তারা।

কে এই দীন মোহাম্মদ

পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, দীন মোহাম্মদের বাবার নাম আব্দুল হক ও মায়ের নাম সুক্কুরের নেসা। স্থায়ী ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে- রাজা বাড়ি, কুমিল্লা সদর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। তার জন্ম তারিখ ১৯৭৫ সালের ২ মার্চ। আর জরুরি যোগাযোগের জন্য পিতা আব্দুল হকের নামের সাথেও একই স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ওই এলাকার চেয়ারম্যান ফরিদ উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "প্রশাসনের কাছ থেকে খবর পেয়ে ব্যাপক খোঁজ করেছি। আমি আমার এলাকার কমবেশি সবাইকে চিনি। আমার গ্রামের একটা পাড়ার নাম রাজাবাড়ি। কিন্তু দীন মোহাম্মদ, পিতা- আব্দুল হক এই নামে কাউকে পাইনি। এমনকি আব্দুল হক নামে কোনো পিতার সন্তান দীন মোহাম্মদ এমন কাউকেও পাইনি।„ দীন মোহাম্মদের পাসপোর্টে টেলিফোন নাম্বারের জায়গায় শুধু লেখা আছে : ০০৮৮। পাসপোর্টটি সর্বশেষ নবায়ন হয়েছে কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে, ২০২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। এর আগেও তার কাছে যে পাসপোর্ট ছিল, তার নম্বরও উল্লেখ আছে বর্তমান পাসপোর্টে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কয়েকজন জানিয়েছেন, ২০১১ সালের দিকে মালয়েশিয়ায় থাকা অবৈধ বাংলাদেশিদের কাগজপত্র বৈধ করার একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তখন বহু বাংলাদেশি শ্রমিক হাইকমিশনে আবেদন করে পাসপোর্ট নিয়ে বৈধ হয়েছিলেন। ওই সময়েই প্রথম পাসপোর্ট নিয়েছিলেন দীন মোহাম্মদ, এমন তথ্যও দিয়েছেন কেউ কেউ। তবে এটি অন্য কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়ায় যায়নি। তবে তিনি যেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তারা বলছেন, দীন মোহাম্মদ গত প্রায় ২০ বছর ধরে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

মালয়েশিয়ায় একটি প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সেই প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশি সুপারভাইজার মো. মোস্তফা আহমদ বলছেন, মৃত্যুর ১৯ দিন আগে থেকে দীন মোহাম্মদ তার প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। "তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। যে প্রজেক্টে তিনি কাজ করছিলেন, তার সুপারভাইজার আমার বন্ধু। ২৫ জুলাই রাতে তিনি তার থাকার জায়গায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরে রাতে কোনো এক সময় গোসল খানায় গিয়েছিলেন। সেখানেই ভোরে তাকে পড়ে থাকতে দেখেন অন্যরা। হাসপাতালে নেওয়ার পর জানা যায়, স্ট্রোকে মারা গিয়েছেন তিনি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. আহমদ। মি. আহমদ বলেন, হাসপাতাল থেকে মৃত্যু নিশ্চিত করার পর তারা মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর কাজ শুরু করেছিলেন। "পাসপোর্ট ভিসা থাকায় ভাবলাম, সহজেই মরদেহ দেশে পাঠানো যাবে। কিন্তু তার সহকর্মীদের মধ্যে তেমন কাউকে পেলাম না, যিনি দীন মোহাম্মদকে ভালোভাবে চেনেন। পাসপোর্ট থেকে ফোন নম্বর নিতে গিয়ে দেখা গেলো ফোন নাম্বার নেই। একজনের কাছ থেকে খবর পেলাম ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে কোনাপাড়া স্কুলের কাছে তাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। সেখানে লোক পাঠিয়েও কারও হদিস পেলাম না,„ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন তিনি। এরপর মি. আহমদ যোগাযোগ করেন কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ মিশন, পাসপোর্টের স্থায়ী ঠিকানায় থাকা কুমিল্লার উপজেলা প্রশাসন ও ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। "এখন পর্যন্ত কেউ দীন মোহাম্মদের পরিবার বা স্বজনের কোনো খোঁজ দিতে পারেনি। ওদিকে হাসপাতাল ও পুলিশ তাগাদা দিচ্ছে দ্রুত মরদেহ নেওয়ার জন্য,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মোস্তফা আহমদ। আবার পাসপোর্টে তার ব্যক্তিগত নম্বর হিসেবে যে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি পাওয়া গেছে কুমিল্লার আরেক ব্যক্তির নামে এবং তিনি জীবিতই আছেন। মি. আহমদ জানান যে, ২০১১ সালে মালয়েশিয়া সরকার যখন অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধ করার

সুযোগ দিয়েছিল, তখন দালালদের হাতে একই জন্মনিবন্ধন নাম্বার দিয়ে অনেক পাসপোর্ট বের করার অভিযোগ উঠেছিল।

এখন তাহলে কী হবে

ওদিকে মালয়েশিয়ার নিয়ম অনুযায়ী দীন মোহাম্মদকে বেওয়ারিশ হিসেবেই দাফন করা যাবে না। ”আমরা সেটি করতেও পারি না। কারণ দুইদিন পর তার পরিবারের কেউ এলে কী জবাব দেব। কিন্তু মরদেহ মর্গে রাখায় প্রতিদিন আমাকে ৭৫ রিঙ্গিত ফি দিতে হচ্ছে, আবার পুলিশও ডিস্টার্ব করছে,„ বলছিলেন তিনি। মোস্তফা আহমদ জানান, তিনি বিষয়টি কুয়ালালামপুর হাইকমিশনে জানিয়েছেন এবং একইসঙ্গে ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নাম্বার নিয়ে কল দিয়ে সেখানেও অবহিত করেছেন। ”প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রথম দুইদিন কেউ ফোন ধরেনি। সবশেষে বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তি ফোন ধরে ঘটনা শুনে শুধু বলেছেন-দেখতেছি। বাংলাদেশে কোনো অভিভাবক পেলেই হাসপাতাল ও পুলিশের সার্টিফিকেট নিয়ে মরদেহ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে,„ বলছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (লেবার) সিদ্দিকুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে, তারা দীন মোহাম্মদের ঠিকানা বের করার চেষ্টা করবেন। ”তিনি বিভিন্ন সময়ে যাদের সাথে কাজ করেছেন, তাদের কাছে যাবো। আশা করি, স্থায়ী ঠিকানার সন্ধান বের করতে পারবো,„ বলছিলেন তিনি। মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের ডেডবডি ইস্যু নিয়ে কাজ করেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইফুল ইসলাম। ”সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলার প্রশাসনের মাধ্যমে সাধারণত পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। সেভাবে পাওয়া না গেলে তার ছবি পাসপোর্ট সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সফল হই। এক্ষেত্রেও আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, যাতে দীন মোহাম্মদের মরদেহ পরিবারের কাছে পাঠানো যায়,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

এদিকে, ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও কুয়ালালামপুরে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত কোনোভাবে দীন মোহাম্মদের কোনো অভিভাবক বা স্বজনের খোঁজ না পাওয়া গেলে হয়ত বেওয়ারিশ হিসেবেই তার ঠিকানা হতে পারে মালয়েশিয়ার মাটি। ”আসলে একেবারেই কাউকে না পাওয়া গেলে আর কি-ই বা করার থাকে। কাউকে না কাউকে তো মরদেহ গ্রহণ করার জন্য পেতে হবে,„ বলছিলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

ঔষধের দাম নিয়ে ৩২ বছরের পুরোনো নীতিতে ফেরার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন

”মায়ের ডায়াবেটিস-আর্থ্রাইটিস, বাবার হার্টে সমস্যাসহ আরও রোগ- নিয়মিত ডাক্তার দেখানো, ঔষধ কেনা, টেস্ট করা- এর মধ্যেই আছি। মাসে অন্তত ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়, মাঝেমধ্যে আরও বেশি।„ বিবিসি বাংলাকে এভাবেই বলছিলেন ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মাজহারুল ইসলাম। পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ব্যয় মিটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন অনেকটাই কষ্টসাধ্য তার জন্য। তিনি বলেন, ”আমার দুটি ছোটো বাচ্চা আছে, ওদের পেছনেও খরচ বাড়ছে- নিয়মিত সংসার খরচ তো রয়েছেই।„ বাংলাদেশে এমনিতেই চলছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যআয়ের মানুষের কাছে চিকিৎসা ব্যয় অনেকটা ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে চলতি মাসেই মন্ত্রিসভা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে তৈরি করা 'অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা ২০২৬' এবং 'ঔষধের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ২০২৬' বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আইনি প্রক্রিয়া না মেনে জাতীয় ড্রাগ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের পরামর্শ ছাড়াই তালিকাটি তৈরি করায় এবং এ নিয়ে হাইকোর্টে রিট থাকায় সরকার তিন দশক আগের ১৯৯৪ সালের নীতিতে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে জানা যাচ্ছে, ১৯৯৪ সালের নীতিতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকায় ঔষধের সংখ্যা ছিল ১১৭টি, যা ২০১৬ সালের নীতিতে বাড়িয়ে করা হয়েছিল ২৮৫টি। সবশেষ ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ২৯৫টি। এখন ২০১৬ এবং ২০২৫ সালের তালিকা বাতিল করে ১৯৯৪ সালের নীতিতে ফেরায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তা সাধারণ মানুষের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কারণ এ সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় তালিকা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ঔষধের নাম বাদ পড়ছে, তেমনি ঔষধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কর্তৃত্বও কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি রোগীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নতুন নিয়ম পর্যালোচনার বদলে তিন দশকেরও বেশি সময় আগের নীতিতে ফেরার সিদ্ধান্ত 'অযৌক্তিক' বলেই মত তাদের। যদিও, অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের নতুন তালিকা তৈরি এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের সরকার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়নি বলেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি বর্তমান সরকারের। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা তথ্য বলছে, দেশের দরিদ্রতম পরিবারগুলো তাদের আয়ের প্রায় ৩৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয়ের বড়ো অংশই রোগীদের নিজস্ব অর্থে বহন করতে হয় বলে সংসদে

জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত। তার দেওয়া তথ্য অনুসারে, দেশে চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ রোগীদের পকেট থেকেই বহন করতে হয়, যেখানে থাইল্যান্ডে এ হার ১০ শতাংশ এবং মালদ্বীপে ১৮ শতাংশ।

প্রশ্ন উঠছে কেন?

অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা হলো এমন কিছু জীবনরক্ষাকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঔষধের নির্দেশিকা, যা একটি দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও রোগ নিরাময়ের প্রধান চাহিদাগুলো পূরণ করে। এ তালিকায় সাধারণত ব্যথা ও জ্বরনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ও সংক্রমণরোধী, হৃদরোগ ও রক্তচাপ, পেটের পীড়া, মৃগী ও স্নায়ুরোগ, অ্যানেস্থেসিয়া ও অস্ত্রোপচারসহ নানা ধরনের ঔষধ থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি অনুযায়ী এসব ঔষধ সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী দামে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৭ সাল থেকেই অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা বা মডেল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট প্রতি দুই বছর পর পর হালনাগাদ করছে। বাংলাদেশেও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের একটি তালিকা রয়েছে। বর্তমান সরকার আইনি জটিলতার বিষয়টি সামনে এনে সবশেষ সিদ্ধান্ত বাতিল করে ১৯৯৪ সালের আদেশে থাকা অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা এবং ঔষধের সরকারি মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা বহাল করেছে। আর এ সিদ্ধান্ত অবাক করেছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। তারা বলছেন, ২০২৬ সালের সিদ্ধান্ত যদি আইনি জটিলতা থেকেও থাকে, তাহলে তার আগেরটা আমলে নেওয়া যেত। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বলছেন, "ঔষধের তালিকা আরও বাড়ানোর দাবি ছিল। যেটুকু বাড়ানো হয়েছিল, সেখান থেকেও একেবারে ১৯৯৪ সালের নিয়মে চলে যাওয়া অবাস্তব।„ তিনি বলছেন, ১৯৯৪ সালের অনেক ঔষধ এখন আর ব্যবহৃত হয় না, অনেকগুলো ঔষধ অকার্যকর হয়ে গেছে, অনেক ঔষধের প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে খরচ কমেছে। সরকার চাইলে এগুলো পুরোপুরি বাতিল না করে প্রয়োজনে তালিকা এবং মূল্য নীতি সংশোধন করতে পারত বলে মনে করেন মি. হোসেন। সরকারের এ সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্য বিবেচনার চেয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে কী-না সে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ১৯৮২ সালের ঔষধ নীতির ফলেই বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে। তাদের উৎপাদন, বাণিজ্য, রপ্তানি বেড়েছে। কিন্তু তারা যদি জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে সহযোগিতা না করে, তাহলে ফার্মা কোম্পানির বিরুদ্ধেও ভবিষ্যতে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সরকার উৎসাহ পাবে। ডা. হোসেন মনে করিয়ে দেন, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল চিকিৎসা ব্যয় কমানো। কিন্তু নতুন পদক্ষেপের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় কমার বদলে আরও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো কী-না সে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

কী বলছে সরকার?

গত ৩ আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২০২৬ সালের তালিকা ও মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন হয়। যার কারণ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। সরকার বলছে, ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা প্রণয়নের আগে জাতীয় ঔষধ উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে তালিকা প্রকাশের সময় সে পরামর্শ নেয়নি। নতুন যে তালিকা অন্তর্বর্তী সরকার প্রণয়ন করেছে, সেটি নিয়ে আইনি জটিলতাও রয়েছে। কারণ, এই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে বাংলাদেশ ইউনানি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং পরে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি হাইকোর্টে রিট করে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, তারা নিরাপদ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ঔষধ জনগণের জন্য নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা হালনাগাদ করার কথাও জানানো হয়েছে। এছাড়া ঔষধের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যেন জনগণের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি না হয় এবং বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার কথাও বলছে সরকার। তবে, আইনি প্রক্রিয়া না মানার যে যুক্তি সরকার দিচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন। তিনি বলছেন, "উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ নেওয়া হয়নি বলে আগের সরকারের তালিকা বাতিল করা হলো। এখন ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত দিয়ে সেটি করা হলো। অর্থাৎ এ সরকারও আলোচনা করলো না।„ এছাড়া ঔষধ উপদেষ্টা কমিটিতে ভোক্তাদের কোনো অংশগ্রহণ না থাকা নিয়েও সমালোচনা করেছেন তিনি।

সবশেষ নীতিতে যা ছিল

২০২৫ সালের ২৪ জুলাই অন্তর্বর্তী সরকার অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের জাতীয় তালিকা প্রণয়ন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ১৮ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। পরে ঔষধের মূল্য নির্ধারণে আট সদস্যের একটি উপকমিটিও করা হয়। টাস্কফোর্স ও কমিটি ঔষধ বিশেষজ্ঞ, ঔষধ শিল্প মালিক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে পৃথক সভা করে সুপারিশ নিয়ে তালিকা ও নীতি চূড়ান্ত করে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান তখন জানিয়েছিলেন, অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকায় নতুন ঔষধ যুক্ত করে ২৯৫টি করা হয়েছে, যে ঔষধগুলোর দাম নির্ধারণ করবে সরকার। ওই সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ যায় ঔষধের পেছনে। ঔষধের মূল্য যেন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, মানুষের কাঁধ থেকে ব্যয়ের বোঝা কমানোর জন্যই এ উদ্যোগ। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সেসময় দাবি করেছিলেন, সবকিছু

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতিনীতি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মেনেই করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ওই নীতিতে মূল্য সমন্বয়ের ব্যাপারে কোম্পানিগুলোকে চার বছর সময় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল্য নির্ধারণ কাঠামো কখনোই মেনে নেয়নি ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ীরা। সে সময় সরকারের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি এমন অভিযোগ তুলে আদালতে একাধিক রিটও হয়েছিল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইসি থেকে দুইটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে বিএনপি

বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইসি থেকে দুইটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে ক্ষমতাসীন বিএনপি। রোববার ঢাকার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ মনোনয়ন সংগ্রহ করেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। এর আগে, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে। ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে। আর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৮ আগস্ট।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অলি আহমদকে প্রার্থী ঘোষণা করল জামায়াত-এনসিপির জোট

রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অলি আহমদকে প্রার্থী করার কথা জানিয়েছে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। অলি আহমদ ১১ দলীয় জোটের শরিক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি- এলডিপির চেয়ারম্যান। রোববার দুপুরে ঢাকায় ১১ দলীয় জোটের নেতারা রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী নির্ধারণের জন্য আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান জোটের আরেক শরিক এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করতে হবে আগামী ১৩ আগস্টের মধ্যে, আর ভোটগ্রহণ হবে ২০ আগস্ট। সাবেক সামরিক কর্মকর্তা অলি আহমদ একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ১৯৯১ সালের বিএনপি সরকারের সাবেক মন্ত্রী। দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার পর ২০০৬ সালে অলি আহমদ দল থেকে বেরিয়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে নতুন দল গঠন করেন। এদিকে, গত ২৪ জুলাই নিজের মেয়াদের দেড় বছরের মতো সময় বাকি থাকতেই পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তার পদত্যাগের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এর আগে জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা প্রার্থী দেবে না।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সালমান শাহ হত্যা মামলায় বিমানবন্দর থেকে অভিনেতা ডন আটক

বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচিত্র অভিনেতা সালমান শাহ হত্যা মামলায় খল নায়ক ডন হককে আটক করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। রোববার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাকে আটক করা হয়। বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান তালুকদার। তিনি জানান, ডন হক সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য রোববার বিমান বন্দরে আসে। সে সময় ইমিগ্রেশনে পার হতে যায় মি. হক। তার পাসপোর্টটি লক থাকার কারণে তাকে আটকে দেওয়া হয়। ওসি মি. তালুকদার জানান, তার বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলা থাকার কারণে তার পাসপোর্টের তথ্য আগে থেকেই ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে ছিল। বিমানবন্দর থেকে আটকের পর ডন হককে নিয়ে যায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চিত্রনায়ক সালমান শাহকে ঢাকায় তার বাসভবনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে তার পরিবার এবং ভক্তদের অনেকেই দাবি করছিলেন যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হককে সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া গ্রেফতার না দেখানোর আদেশ বহাল

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে আসামি হিসেবে সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া গ্রেফতার না দেখাতে ও হয়রানি না করতে নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ। একই সাথে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। রোববার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেয়। সাবেক বিচারপতি মি. হকের আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে, পৃথক মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও আদাবর থানার পৃথক দুটি হত্যা মামলায় গত ৩০ মার্চ খায়রুল হককে গ্রেফতার দেখানো হয়। এভাবে গ্রেফতার দেখানোর প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে গত ১৩ মে রিট করা হয় মি. হকের পক্ষ থেকে। গত বছরের ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক গ্রেফতার হন। পরে তাকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে

যুবদলকর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এর আগে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় যুবদলকর্মী হত্যা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রায় জালিয়াতি এবং দুদকের করা পাঁচ মামলায় গত ২৮ এপ্রিল বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন বহাল রাখে আপিল বিভাগ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম উপসর্গে দেশে আরও ছয়জনের মৃত্যু

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এই সময়ে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। রোববার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়। এই হিসাব শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর দেশে হাম ও হামের উপসর্গে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৩। এর মধ্যে নিশ্চিত হামে ৯৮ জন ও হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৭৫টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৯৮৮। এই সময়ে ৯৩৮টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৪২টি শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে সিলেট বিভাগে ৩ জন, ঢাকা বিভাগে ২ জন ও বরিশাল বিভাগে একজন মারা গেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

হেফাজতে ইসলাম কী চেয়েছে বিএনপি সরকারের কাছে?

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অবমাননা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে সংসদে আইন পাস, কুরআন-সুন্নাহ-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন পাস না করা এবং শাপলা চত্বর থেকে শুরু করে মোদীবিরোধী আন্দোলন ও চব্বিশের জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ বিএনপি সরকারের কাছে নয় দফা দাবি জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। রোববার চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় এসব দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামপন্থি সংগঠনটির নেতারা। সেইসঙ্গে, রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি পণ্ডিতদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা। ”উনারা আলেমদের নিয়ে জোট করেছেন, ইলেকশন করেছেন। কিন্তু সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে আলেমদের রাখা হয় নাই। আমরা মনে করি, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় আলেমদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলের হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নেতা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। দাবি-দাওয়া পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেগুলো পূরণের আশ্বাস পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। এমন একটি সময়ে এসব ঘটনা ঘটছে, যার কিছুদিন আগে দেশটির বিরোধীদল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতারা অভিযোগ তুলেছেন যে, বর্তমান সরকার হেফাজতে ইসলামকে ব্যবহার করে তাদের জোট ভাঙার 'ষড়যন্ত্র' করছে। যদিও হেফাজতে ইসলাম এবং বিএনপি সরকার- উভয়ই এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারপরও যে প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে বারবার সামনে চলে আসছে, সেটি হলো : সরকার কেন হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে 'সুম্পর্ক' রক্ষা করতে চাচ্ছে? এর মাধ্যমে তারা কী অর্জন করতে চায়?

নয় দফায় কী আছে?

রোববার বিকেলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় হেফাজতে ইসলামের আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় যোগ দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সেখানে সংগঠনটির আমির শাহ মহিবুল্লাহ বাবুনগরীসহ অন্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেসময় হেফাজতকে আগের মতো বিএনপির সঙ্গে থাকার আহ্বান জানান তারেক রহমান। অন্যদিকে, হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে সরকার প্রধানের কাছে নয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। সেগুলোর প্রথমটিতেই কুরআন ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাস করার কথা বলা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, কুরআন-সুন্নাহ'র সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোন আইন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাস করা যাবে না। তৃতীয় নাম্বারে হেফাজতে দাবি করেছে, '"২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে রাতের আঁধারে নৃশংস গণহত্যায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করা। ২০২১ সালের মোদিবিরোধী আন্দোলন ও ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞে জড়িত, হুকুমের আসামি ও খুনিদের বিচার নিশ্চিতের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে ন্যায়বিচার কায়েম করা।„ সেইসঙ্গে, কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিকে মাস্টার্স বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমানের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেটি কার্যকর করার মাধ্যমে কওমি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মোচন করার দাবি জানানো হয়েছে।

স্কুল-কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবিও করেছে হেফাজত। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রির উল্লেখ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর বাইরে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা এবং হিজবুত তাওহিদকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন ইসলামি পণ্ডিতের বিরুদ্ধে হওয়া 'মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহার করে আলেম-

ওলামাদের 'রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনকাজে অংশীদার করা'র দাবিও তোলা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে 'দেশি-বিদেশি মিশনারিগুলোর ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা বন্ধ করা', বিশ্ব ইজতেমার সময় ভারতের মাওলানা সা'দের বাংলাদেশে আসায় নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা এবং টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে সা'দপন্থিদের ইজতেমা করার অনুমতি না দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন হেফাজতের নেতারা। দাবিগুলো শোনার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল- জানতে চাইলে হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, "তিনি বলেছেন যে, আমি একজন মুসলমান এবং এটা মুসলিম রাষ্ট্র। কাজেই ইসলামবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড, কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড অতীতেও আমাদের সরকারের আমলে হয় নাই, ইনশাল্লাহ সেটা আমার সরকারের আমলেও হবে না।„

রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ

২০১০ সালে আত্মপ্রকাশ করা হেফাজতে ইসলাম এর আগেও বিভিন্ন সময় একই ধরনের দাবি জানিয়েছে। দাবি আদায়ে ২০২৩ সালের ৫ মে ঢাকার মতিঝিলেন শাপলা চত্বরে বড় সমাবেশও করে সংগঠনটি। সেই সমাবেশ ঘিরে হেফাজতে ইসলাম এবং তৎকালীন শেখ হাসিনার সরকার মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেই সমাবেশ পণ্ড করতে গেলে একপর্যায়ে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। যদিও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে হেফাজতের সখ্যতাও হতে দেখা গেছে। এমনকি কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রিকে মাস্টার্স বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমানের মর্যাদা শেখ হাসিনার আমলেও দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনার পর কওমি মাদ্রাসার আলেমদের একটি অংশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' উপাধিও দিয়েছিল। কিন্তু পরে নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধ দেখা দিলে হেফাজতে অনেক নেতার বিরুদ্ধে মামলা হতে দেখা যায়। রোববার সেসব মামলা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। সেইসঙ্গে, এবার তারা সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলেম-ওলামাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার দাবিও তুলেছে। সংগঠনটি মনে করে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সমাজে আলেমদের একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা আছে। ফলে ইসলামী পণ্ডিতরা সরকারে থাকলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে। "এদেশের আলেম সমাজ সবসময় অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ফলে তারা যদি সরকারে থাকে, তাহলে সরকারের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা দুর্নীতিবাজ এবং যারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চক্রান্ত করছে, তাদের মোকাবিলা করে সরকারকে সঠিক পথে রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে। এটার জন্য আমরা মনে করি, সরকার পরিচালনায় আলেমদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি,„ বলেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখালেও হেফাজত ঠিক কোন ধরনের ইসলামি পণ্ডিতদের অংশ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে এবং তাদের ভূমিকা কেমন হবে? "আমরা এ বিষয়টা কোনো সুনির্দিষ্টভাবে বলিনি। সরকার যদি ইচ্ছা করে, তাহলে রাষ্ট্রের যে-কোনো কাজে দেশের শীর্ষ ওলামায়ে-একরামদের সাথে যেমন মতবিনিময় ও পরামর্শ করতে পারেন এবং তাদের চয়েসকেও (পছন্দ) কাজে লাগাতে পারেন,„ বলেন মি. ইসলামাবাদী।

বিএনপি সরকার কী চাচ্ছে?

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হেফাজতে ইসলামের নেতারা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেছেন এবং দাবি পূরণের আশ্বাসও পেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু বিএনপি সরকার হঠাৎ কেন হেফাজতে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিলো? তাদের কাছে আসলে কী চায় সরকার? বিএনপি বলছে, হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে তাদের 'সুসম্পর্ক' বেশ দীর্ঘদিনের। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলন থেকে শুরু করে সবশেষ সংসদ নির্বাচনেও সংগঠনটিকে পাশে পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন নেতারা। "ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন- এই সমস্ত বিষয়গুলোয় তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে। তাদের কর্মসূচিতে আমরা সমর্থন দিয়েছি, তারাও আমাদের সমর্থন করেছে। এভাবে আমরা চলছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী। এই 'সুসম্পর্কের, জায়গা থেকেই বিএনপি আশা করছে যে, আগামীদিনেও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তারেক রহমানের সরকারের পাশে থাকবে হেফাজতে ইসলাম। "আমরা প্রত্যাশা করি যে, এখন যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজমান আছে, এই পরিবেশ যেন কন্টিনিউ করে এবং সরকার যে ইতিবাচক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে নির্বাচনি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, এই কর্মযজ্ঞের প্রতি তাদের সমর্থন থাকবে,„ বলেন মি. রিজভী। এদিকে, হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্টতা সন্দেহের চোখে দেখছেন বিরোধীদলে থাকা জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। সবশেষ সংসদ নির্বাচনে হেফাজতের একাংশ জমিয়ত উলামায়ে বাংলাদেশ বিএনপিকে সমর্থক দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। নতুন সরকার গঠনের পর হেফাজতের উদ্যোগে কওমি ধারার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্প্রতি একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটির নেতারা জানিয়েছেন যে, 'নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর, লক্ষ্যেই তারা বৈঠকটটি করেছেন। তবে জামায়াত নেতাদের অনেকে মনে করেন, তাদের ১১ দলীয় জোট থেকে কওমি ধারার দলগুলোকে বের করে নেওয়ার একটি প্রচেষ্টা হিসেবেই হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে বৈঠকটি করা হয়েছে এবং এটার পেছনে সরকারের হাত রয়েছে।

”আমাদের মনে হয়, এটা বিএনপি ও সরকারের ষড়যন্ত্র,„ গত ১৯ জুলাই বিবিসি বাংলাকে বলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। যদিও বিএনপি নেতারা অবশ্য জামায়াতের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছেন। ”সরকার কেন ষড়যন্ত্র করতে যাবে! কওমি ধারার যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তারা কি সবাই বোকা? অবশ্যই না। সুতরাং তারা নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করে, ভালো-মন্দ বিচার করে যদি একটা সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে কারই-বা কী বলার আছে?,„ বলছিলেন বিএনপি নেতা মি. রিজভী।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

জুলাই জাদুঘর থেকে ভাস্কর্যের মুখাবয়ব মুছে ফেলার আহ্বান মামুনুল হকের

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাদুঘর পরিদর্শন করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক সেখানে থাকা মানুষের ভাস্কর্যগুলোর মুখাবয়ব মুছে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। রোববার জাদুঘর দেখতে যান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এই নেতা। জাদুঘরে থাকা ভাস্কর্য প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ”ফ্যাসিবাদের সময়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে গিয়েছি- সেটি হলো ভাস্কর্যবিরোধী আন্দোলন। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধবিরোধী মানুষের ভাস্কর্য থাকতে পারে না। সে জায়গা থেকে শাপলা চত্বরের শহিদদের মুখাবয়ব বাদ দিয়ে তাদের স্মৃতি ও ঘটনাকে চিত্রিত করার পরামর্শ দিচ্ছি।„ এই জাদুঘরে বিভিন্ন ঘটনা বাদ পড়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ”শেখ হাসিনার শাসনামলের বড়ো আন্দোলনগুলোর একটি ২০২১ সালের মোদীবিরোধী আন্দোলন। সেই আন্দোলনেরও উল্লেখযোগ্য কোনো স্মৃতি এখানে সংরক্ষিত হয়নি। অথচ সেই সময়ের শহিদ ও আহত ব্যক্তিরা এখনো আমাদের মাঝে জীবন্ত ইতিহাস হয়ে রয়েছেন।„ এছাড়াও সীমান্তে ফেলানি হত্যার স্মৃতি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনের বালুর ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ রাখা, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণার পরের হত্যাকাণ্ড ও ২০২১ সালে মোদী বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মৃতি না রাখা নিয়ে ক্ষোভ জানান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এই নেতা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

গাজার জন্য ট্রাম্পের ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ইসরায়েলের

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, ”হামাসকে সম্পূর্ণ ও সত্যিকার অর্থে নিরস্ত্র না করা পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা থেকে সরে যাবে না।„ তবে হামাস বলেছে, ইসরায়েল সব ধরনের আগ্রাসন বন্ধ করে গাজা থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করার শর্তেই তারা ভারী অস্ত্র হস্তান্তর করবে। রোববার মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেতানিয়াহু বলেছেন, ”ইসরায়েল ১৫ দফা প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করছে।„ গত মাসে হামাস গাজা নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহণের কথা জানানোর পর ট্রাম্প এটিকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তবে নেতানিয়াহু বলেন, ”গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের আগে হামাসকে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। এটি কোনো কাল্পনিক নিরস্ত্রীকরণ হতে পারে না।„ তিনি বলেন, কীভাবে সামনে এগোনো যায়, তা নিয়ে তিনি এখন মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। ইসরায়েলে নির্বাচন হওয়ার আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কোনো ছাড় দিতে চাইবেন, এমন সম্ভাবনা কম।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

হেফাজতের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের বৈঠক, ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মহিবুল্লাহ বাবুনগরীসহ সংগঠনটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৈঠকে নির্বাচনের আগে যেভাবে একসঙ্গে কাজ করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও সেভাবে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি। আজ (রোববার) বিকেলে ফটিকছড়ির আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে হেফাজতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ৯ দফা লিখিত দাবি দেওয়া হয়। হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী জানান, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগের মতোই হেফাজতকে সঙ্গে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। জবাবে তিনি বলেন, ইসলাম ও দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় থাকলে হেফাজতও পাশে থাকবে। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত এবং সংসদ সদস্য সরোয়ার আলম ও গিয়াস কাদের চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে হেফাজতের নেতাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে দেশকে একটি সংকট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। তবে দেশের সমস্যা পুরোপুরি শেষ হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে। এ কারণে আগামী দিনগুলোতেও সবাইকে একসঙ্গে থাকার আহ্বান জানান তিনি। হেফাজতের উত্থাপিত দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। গ্যাস-সংকট আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে কিছুটা কমে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারেক রহমান। বিদ্যুৎ সংকটের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগের সরকারের সময় পরিকল্পনাহীনভাবে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে দেশের মানুষকে এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, হেফাজতের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক নয়। এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য সবার কাছে দোয়া চান তিনি। বৈঠক শেষে হেফাজতের আমির প্রধানমন্ত্রী ও দেশের কল্যাণে দোয়া করেন। পরে ফটিকছড়ি থেকে হাটহাজারীতে গিয়ে হেফাজতের সাবেক আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী ও আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর কবর জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

রাষ্ট্রপতি পদে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী অলি আহমদ; প্রতিক্রিয়া ও জোটের বক্তব্য

বাংলাদেশে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন গতিপ্রকৃতি দেখা যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১–দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে রাষ্ট্রপতি পদে তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আজ (রোববার) রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবনে ১১–দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় কর্নেল অলি আহমদ জোটের সব নেতা-কর্মী এবং জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বা শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো অভিযোগ নেই—এমন পরীক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে সবাই সর্বসম্মতিক্রমে তার নাম প্রস্তাব করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রার্থী চূড়ান্ত করার মধ্য দিয়ে ১১–দলীয় ঐক্য জনগণের কাছে এই বার্তা দিতে চায় যে, কর্নেল অলি দেশের অভিভাবকত্বের যোগ্য। গণতন্ত্রের ধারা সচল রাখতে নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত এবং তিনি সর্বদা জনগণের স্বার্থরক্ষায় কাজ করবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেন, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় রাজনীতি সব সময় স্বচ্ছ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়া উচিত। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ১১ দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানান, বিএনপি যদি সংস্কারের পথে হাঁটত, তবে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল মিলে এককভাবে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দেওয়া যেত। কিন্তু বিএনপি তা না করায় ১১–দলীয় ঐক্য আলাদা প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করে নির্বাচন হলে প্রক্রিয়াটি আরও অর্থবহ হতো, কিন্তু বিএনপি এটিকে দলীয় ব্যাপার হিসেবে নিয়েছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে আশা প্রকাশ করেন যে, কর্নেল অলি নির্বাচিত হলে আগামীর বাংলাদেশকে সঠিক ধারায় নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

হরমুজ প্রণালি পুনরায় খোলার অন্যতম শর্ত মার্কিন ক্ষতিপূরণ: ইরান

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালিতে নৌচলাচলের পথ নিয়ে ওমানের সঙ্গে একটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তবে তিনি এও বলেন যে , এই জলপথে যান চলাচল পু নরায় শুরু করার শর্ত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার আরাঘচি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে , ইরান ও ওমান একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর খুব কাছাকাছি রয়েছে। তবে তিনি যুক্তি দেন যে , প্রণালীটি খুলে দেওয়া বিভিন্ন শর্তের ওপর নির্ভ রশীল, যার মধ্যে পূর্ববর্তী সমঝোতা স্মারক লঙ্ঘনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণ প্রদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই দিন আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারীর বরাত দিয়ে 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' বা ডব্লিউএসজে জানায় যে , সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আলোচনা থমকে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে , ইরান আর্থিক সুবিধা দাবি করলেও যুক্তরাষ্ট্র নির্বিঘ্ন নৌ চলাচলের উপর জোর দিচ্ছে। ডব্লিউএসজে আরও জানায় যে, "ইরান দেশটির তেল বিক্রির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল এবং মার্কিন অবরোধের অবসান চাইছে। „ এদিকে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স শনিবার ফক্স নিউজে কথা বলেন। তিনি বলেন , যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে যে, এই সংঘাতের আগে উপসাগর থেকে যে পরিমাণ তেল ও গ্যাস বের হতো , ভবিষ্যতেও তাই হবে। ভ্যান্স বলেন, ইরানিরা যুক্তরাষ্ট্রকে এটাই করার কথা বলেছিল। এরপর তিনি বলেন , "তবে আপনারা জানেন , আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা যাচাই করি। আমরা আসলে মানুষের কথা নয়, তাদের কাজ দেখি।„ (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

অন্তর্বর্তী চুক্তি লঙ্ঘিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না ইরান

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, বর্তমানে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো আলোচনা চলছে না। শুধু মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদান হচ্ছে। বার্তা সংস্থা মেহর-এ প্রকাশিত এবং রয়টার্স উদ্ধৃত ওই বক্তব্যে আরাঘচি বলেন, জুনে সই হওয়া অন্তর্বর্তী চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র লঙ্ঘন করতে থাকলে তেহরান আর আলোচনায় বসবে না। তিনি আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি নিয়ে তেহরান ও মাস্কটের (ওমানের রাজধানী) মধ্যে একটি চুক্তি `চূড়ান্ত পর্যায়ে, রয়েছে। যদিও এর মধ্যদিয়ে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ আবার খুলে দেওয়া হবে না। এদিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) বলেছে, তেহরানের সব দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তারা হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে না। এএফপির তথ্য অনুযায়ী, আইআরজিসির মুখপাত্র হোসেইন মোহেবি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, "আমাদের বর্তমান কৌশল হলো, শত্রুপক্ষ আমাদের সব শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত এই প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা।„ তিনি আরও বলেন, "এই প্রণালি এখন আমাদের কাছে শুধু একটি জলপথ নয়, বরং একটি যুদ্ধক্ষেত্র।„
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০৯.০৮.২০২৬ নারগীস)

জাগো নিউজ

সমুদ্র উপকূলে কল-কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বন্যার্তদের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , সমুদ্র হলো জনগণের বড়ো সম্পদ। এই সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায় কল -কারখানা স্থাপন করে এই অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এতে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। লবণ চাষিদের কল্যাণে শিগ্ গির মূল্য নির্ধারণের ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন , এখানকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ যেন বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ না পায়। বন্যাদুগর্ত এলাকার মানুষের হাতে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কক্সবাজারে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর , কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

শাহ আহমদ শফীর কবর জিয়ারত করলেন প্রধানমন্ত্রী

হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীর (রহ.) কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৯ আগস্ট) বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে হাটহাজারীর আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা প্রাঙ্গণে পৌঁছে আল্লামা শাহ আহমদ শফীর (রহ.) কবর জিয়ারত করেন প্রধা নমন্ত্রী। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সুরা ফাতেহা পাঠ করেন এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। এসময় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা এ টি এম শামসুল ইসলাম , প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এবং আল -জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা খলিল আহমদ কুরেশী উপস্থিত ছিলেন। কবর জিয়ারত শেষে মাদরাসার অধ্য ক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে মাদরাসার দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত আলেমদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে

মাদরাসা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী এসময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হাত মেলান। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হাসান শিপলু এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

দেশের প্রকৌশলীদের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রটি শতভাগ দেশীয় প্রকৌশলী ও জনবল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে জানতে পেরে তাদের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশীয় প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রশংসা করে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। রোববার (৯ আগস্ট) কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে অবস্থিত ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মাতারবাড়ী আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শনকালে তিনি প্রকৌশলীদের উৎসাহ দেন। এ সময় প্রকল্প এলাকায় একটি নিম গাছের চারা রোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব কে এম নাজমুল হক এসব তথ্য জানান। এদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে হেলিকপ্টারযোগে বিদ্যুৎকেন্দ্রের হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে প্রকল্পের প্রশাসনিক ভবনে যান তিনি। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত ব্রিফিং নেন। এ সময় প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন কার্যক্রম, উৎপাদন সক্ষমতা, জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা, প্ল্যান্টের পরিচালন দক্ষতা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। একইসঙ্গে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

আর পেছনে পড়ে থাকা যাবে না, এখন দেশ গঠনের সময়: প্রধানমন্ত্রী

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বিভ্রান্তকারীরা যদি বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়, ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ। আর পেছনে পড়ে থাকা যাবে না। এখন একটি লক্ষ্য, একটিই উদ্দেশ্য-জনগণের জীবনমান উন্নত করা। রোববার (৯ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মহেশখালীর মাতাবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে করে বাঁশখালী বাহারছড়ায় আসেন। সেখানে তিনি পশ্চিম বাঁশখালী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে পশ্চিম বাঁশখালীর বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে নতুন টিনের ঘর ও ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। কয়েক হাজার গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সমাবেশে রূপ নেয়। তিনি বলেন, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ঠিক থাকতে হবে। ছোটো দোকানদার বা ছোটো ব্যবসায়ী, তাদের ব্যবসার যেন ক্ষতি না হয়। দেশীয় বা বিদেশি বিনিয়োগকারী যারা আছেন, তারা যখন বিনিয়োগ করবেন, তারা তো চাইবেন যেন তাদের মিল-কারখানার উৎপাদিত পণ্য ঠিকভাবে বন্দরে নিয়ে যেতে পারেন। রাস্তাঘাটে যেন শান্তি থাকে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যদি মিল-কারখানা সঠিকভাবে না চলে, তাহলে কি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব? হবে না। যারা শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায়, তাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। শিশুদের পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠার পরিবেশের জন্য আইন-শৃঙ্খলার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হয়, সুন্দরভাবে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হয়, স্কুল-কলেজ সুন্দরভাবে তৈরি করতে হয়, শিক্ষকদের যদি ট্রেনিং দিতে হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের যদি নতুন বই দিতে হয়, তাহলে আমাদেরকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে হবে। জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একইভাবে সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের যারা বিভ্রান্ত করতে চায়, তারা যেন কোনো সুযোগ না পায়। কারণ, বিভ্রান্তকারীরা যদি বিভ্রান্ত করার সুযোগ পায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ। বিভ্রান্তকারী যারা, তারা তো নিজেদের মতো করে চলে যাবে। তারা তো জনগণের সঙ্গে থাকবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বাংলাদেশের মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কি আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, নাকি আমরা ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকবো? নাকি আমরা বিভ্রান্তকারীদের সঙ্গে থাকবো? প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, আমরা জানি, বিগত স্বৈরাচার আমলে এই দেশের জ্বালানি বা বিদ্যুৎ খাতকে গুটিসংখ্যক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা এই দেশের মানুষের পক্ষে যায়নি। তিনি বলেন, দেশের জনগণের স্বার্থে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা করতে স্বাভাবিকভাবে কিছু সময়ের প্রয়োজন। আমরা এরই ভেতরে এই কাজে হাত দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সামনে আগামী ১০ বছর আমাদের জ্বালানি পরিকল্পনা কী হবে, সেই প্রস্তাবনা আমরা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবো। জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সেই কাজ আমরা শুরু করবো। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, মিল-কারখানা, বাসা-বাড়ি যাই হোক না কেন, মানুষ যেন ঠিকভাবে বিদ্যুৎ পেতে পারে। গাড়ি-ঘোড়া, মোটরসাইকেল সবকিছুতে যেন মানুষ ঠিকভাবে গ্যাস পেতে পারে, সেই পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করবো। বিগত কিছুদিন ধরে কিছু মানুষ এই ব্যাপারে (জ্বালানি) বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বিএনপি সরকার সংসদে পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে। বিভ্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের যদি পরিকল্পনা থাকে আসুন, জনগণের সামনে উপস্থাপন করুন।

কিন্তু বিভ্রান্তিকর কথা বলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবেন না , জনগণের শান্তি নষ্ট করবেন না। এখন জনগণের জন্য কাজ করার সময়, এখন দেশ গঠনের জন্য কাজ করার সময়। পৃথিবীর বহু দেশ আমাদের পরে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তারা কাজ করার মাধ্যমে , পরিশ্রম করার মাধ্যমে তাদের দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন , আর পেছনে পড়ে থাকা যাবে না। এখন একটি লক্ষ্য , একটিই উদ্দেশ্য - জনগণের জীবনমান উন্নত করা , দেশের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। জনগ ণের জন্য যে -সব পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছি , তাতে আপনাদের সমর্থন থাকতে হবে। কারণ, আমরা সবসময় বলি , আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সব ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ। জনগণের সমর্থন থাকলে আমরা জনগণের স্বার্থে যতগুলো কর্মসূচি , সবগুলো আল্লাহর রহমতে আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশের ২০ কোটি মানুষের ৪০ কোটি হাতকে কর্মশক্তিতে রূপান্তর করতে চাই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন , এতে করে প্রত্যেকটি মানুষ দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে। যেন প্রত্যেকটি মানুষ নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের এবং পরিবারের ভা গ্যের পরিবর্তন করতে পারে। আমরা সেই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, আমরা সেই বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করেছি। তিনি বলেন , কিন্তু এটার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে , আমাদের কর্মসংস্থান এবং শিল্পের বিপ্লব ঘটাতে হবে। উপস্থিত জনতা ও নেতা -কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন , আসুন, আজকের এই জনসভায় আমরা সেই শপথ নিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা করি যে , বাংলাদেশের মানুষ আর বিভ্রান্ত হবে না। বাংলাদেশের মানুষ এখন সামনের দিকে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করবে। এছাড়াও , বাঁশখালী বেড়িবাঁধ নির্মাণ , লবণমূল্য নির্ধারণসহ স্থানীয়দের বিভিন্ন দাবির প্রতি ইতিবাচক মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

হেফাজত আমিরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ফটিকছড়ির বাবুনগর মাদরাসায় গিয়ে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে , বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হেলিকপ্টারে করে ফটিকছড়ির পাইন্দং ইউনিয়নের পেলাগাজী দিঘির মাঠে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ তাকে স্বাগত জানান। পরে সেখান থেকে বাবুনগর মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন প্রধানমন্ত্রী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

তরুণ নারীরা নেতৃত্বের সুযোগ পেলে শক্তিশালী হবে দেশের ভবিষ্যৎ: ডা. জুবাইদা রহমান

প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা . জুবাইদা রহমান বলেছেন , তরুণ নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলে তারা শুধু নিজেদের সম্প্রদায়কেই শক্তিশালী করে না, দেশের ভবিষ্যৎকেও শক্তিশালী করে। রোববার (৯ আগস্ট) রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে `শি লিডস টুমরো, শীর্ষক জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ডা . জুবাইদা রহমান। নতুন প্রজন্মের নারী নেতৃত্ব , দৃঢ়তা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌ যাপন করতে এ অ নুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় , জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন এবং জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা কার্যালয় ইউএনওপিএস বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে `এসডিজি-৫ ও এসডিজি-১৬ স্থানীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব জোরদার , প্রকল্পের জাতীয় প্রচার ও সমাপনী অনুষ্ঠান হিসেবে এটি আয়োজন করা হয়। যৌথ এসডিজি তহবিলের সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, তরুণ নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলে তারা শুধু নিজেদের সম্প্রদায়কেই শক্তিশালী করে না , দেশের ভবিষ্যৎকেও শক্তি শালী করে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তাদের কণ্ঠ, চিন্তা ও নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা . জুবাইদা রহমান তরুণ অংশগ্রহণকারীদের অর্জনের প্রশংসা করে ভবিষ্যৎ নারী নেতৃত্ব বিকাশে বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাঁশখালীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তরা পেল নতুন বাড়ির চাবি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বাহারছড়া গ্রামের একটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে নতুন বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জনসভায় যোগ দেওয়ার আগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে র জন্য নতুন বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া নতুন বাড়ির আঙিনায় একটি মেহগনি গাছের চারা রোপণ করেন তিনি। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং হাঁস -মুরগি দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা সফরের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম বাঁশখালী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। দুপুরে সেখানে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। তার আগে , সকালে কক্সবাজারের মাতারবাড়ী গভীর

সমুদ্রবন্দর, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে হেলিকপ্টারযোগে তিনি বাহারছড়া সমুদ্রসৈকতে পৌঁছান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে ৬ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১০৬৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৬৩টি শিশু। রোববার (৯ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৭৭৫টি শিশুর। আর হামে আক্রা ন্ত হয়ে আরও ৯৮টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৮৭৩টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৭৫টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৯৮৮। এই সময়ে ৯৩৮টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৪২টি শিশু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

অবশেষে নিরাপদে ঢাকায় ফিরলো রোমে আটকে থাকা বিমানের সেই ফ্লাইট

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে ইতালির রোমে কারিগরি ত্রুটিতে আটকে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সেই ফ্লাইট। রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফ্লাইটটি ঢাকায় নিরাপদে অবতরণ করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়, ‘আলহামদুলিল্লাহ, রোম ফ্লাইট অবতরণ করেছে সেইফলি।’, বিমান জানায়, শুক্রবার (৭ আগস্ট) কানাডার টরেন্টো থেকে দেশে আশার পথে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি৩০৬ ফ্লাইটে কারিগরি ত্রুটি ধরা পড়ে। তখন রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি -ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে ফ্লাইট অবতরণ করে এবং এয়ারক্রাফট অন গ্রাউন্ড (এওজি), রাখা হয়। পরে শনিবার কা রিগরি ত্রুটি সমাধানের জন্য প্রকৌশলী দল এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ ঢাকা থেকে বিজি৩০৫ ফ্লাইটে রোমে পাঠানো হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

তৈরি পোশাকের কাঁচামাল আমদানিতে ৩০% মূল্য সংযোজনের শর্ত ফেরানোর দাবি

দেশের প্রাইমারি টেক্সটাইল খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, বিনিয়োগ সুরক্ষা ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে খাতসংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান বরাবর বাংলাদেশ টে ক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেলের পাঠানো চিঠির সূত্রে রোববার (৯ আগস্ট) এসব তথ্য জানা গেছে। একই দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো। ব্যবসায়ীরা জানান, উচ্চ জ্বালানি ব্যয়, গ্যাস ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং তারল্য সংকটের এই কঠিন সময়ে দেশের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ সুরক্ষা ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে কাঁচামাল আমদানিতে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত বজায় রাখা জরুরি বলে তারা মনে করছেন। চিঠিতে সংগঠনগুলো বলেছে, সম্প্রতি বাজেট প্রণয়নের সময় নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে আমদানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে মূল্য সংযোজনের শর্তে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা দীর্ঘমেয়াদে দেশীয় শিল্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

এনটিআরসিএ নয়, ম্যানেজিং কমিটির হাতে যাচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ!

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ক্ষমতা হারাতে পারে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। একইসঙ্গে আগের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় গঠিত ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল -কলেজে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষ ক নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। জানা যায়, গত ৩ আগস্ট বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণীয় পদ্ধতি নিয়ে ডাকা এক সভায় এমন প্রস্তাবনা এসেছে। প্রস্তাবনাটি মূলত জাতীয় সংসদে দেওয়া আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে এসেছে বলে জানিয়েছেন সভায় অংশ নেওয়া একাধিক কর্মকর্তা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এনটিআরসিএ কাজের মধ্যে কোথাও শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ করতে পারার বিষয়টি উল্লেখ নেই। সংস্থাটি কেবল নিবন্ধন পরীক্ষা নেবে ও পরবর্তীতে নিবন্ধন সনদ প্রত্যয়ন করবে। ফলে বিষয়টি নিয়ে আইনি জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ নিয়ে আইনমন্ত্রীর বক্তব্য ধরে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। সভায় অংশ নেওয়া এক কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয়ের সভায় শিক্ষকদের নিজ বাড়ি থেকে অনেক দূরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সুপারিশের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিজ বাড়ি থেকে দূরের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পাঠানোর একমাত্র কারণ হিসেবে এনটিআরসিএর সুপারিশের বিষয়টি সামনে এসেছে। সেজন্য এ পদ্ধতি বাতিল করে কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া যায় কি না, তা বিবেচনা করা হচ্ছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

একই খাটে মিলল গলায় ওড়না প্যাঁচানো মা ও হাত-পা বাঁধা ছেলের মরদেহ

যশোরে নিজ বাড়ি থেকে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বাঘারপাড়া উপজেলার দোহাকুলা ইউনিয়নের খলশী গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত দু -জন হলেন, ওই গ্রামের জাকির হোসেনের স্ত্রী জুবায়দা খাতুন (৩২) এবং তাদের ছয় বছর বয়সি ছেলে জিসান। স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাতে যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার খলশী গ্রামের জাকির হোসেনের ঘরে মা ও ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। রাত ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে জুবায়দার স্বামী জাকির হোসেনকে জানানো হয়। ঘটনার সময় তিনি বহরামপুর বাজারে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। নিহত জুবায়দার ছোটো বোন পিঞ্জিরা জানান, জাকির হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে তিনি দেশে ফিরে আসেন। স্থানীয় পশু চিকিৎসক আক্তার হোসেন জানান, রাতে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান, জিসানের হাত-পা গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় খাটে র ওপর পড়ে আছে। একই খাটে জুবায়দার মরদেহও ছিল। তার গলায় ওড়না প্যাঁচানো এবং ওড়নার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরা ছিল। বাঘারপাড়া থানার উপ - পরিদর্শক (এসআই) পলাশ বলেন, মরদেহের অবস্থা দেখে প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে না। তবে ময়নাতদন্ত ছাড়া মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জাতির সঙ্গে কখনও বেইমানি করবো না: অলি আহমদ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১১ দলীয় ঐক্যের প্রার্থী হতে যাচ্ছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম। মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনি জোটের নেতা-কর্মীসহ দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। রোববার (৯ আগস্ট) ১১ দল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় অলি আহমদ বলেন, "১১ দলের সবাই মনে করেন আমি পরিচিত। আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। সুন্দরভাবে জীবনযাপন করেছি। সবাই সর্বসম্মতিক্রমে আমার নাম প্রস্তাব করেছেন। আমি সমগ্র জাতির কাছে ও ১১ দলের নেতাকর্মীসহ সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের মাধ্যমে জাতিকে বলতে চাই, আমরা আমাদের জায়গা থেকে এই জাতির সঙ্গে কখনও বেইমানি করবো না, ইনশাআল্লাহ,, যোগ করেন তিনি। অলি আহমদ বলেন, "মানুষের জন্য যেটা ভালো, আমরা সেটাই করবো। আমরা হারবো বা জিতবো এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, ইনশাআল্লাহ জনগণের পাশে সবসময় তাদের স্বার্থের জন্য দাঁড়াবো। এই মন -মানসিকতা নিয়েই আমরা সবাই একসঙ্গে হয়েছি। সর্বসম্মতিক্রমে তারা আমার নাম প্রস্তাব করে ছেন। এজন্য সমগ্র জাতিকে ধন্যবাদ জানাই। „ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

মৌলভীবাজারে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে মো. তারা মিয়া (২০) নামের এক বাংলাদেশি তরুণ নিহত হয়েছেন। শনিবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের মুরইছড়া সীমান্তবর্তী ভারতের মাগুরুলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত তারা মিয়া কুলাউড়া উপজেলার কর্মদা ইউনিয়নের মুরইছড়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে। বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে তারা মিয়াসহ চার-পাঁচজন বাংলাদেশি যুবক অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ সময় বিএসএফের টহল দল তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তারা মিয়া নিহত হন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা বাকি সহযোগীরা পালিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আত্মগোপনে চলে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত তারা মিয়াসহ চার-পাঁচজন যুবক ভারতীয় নাসির পাতার বিড়ি আনার জন্য ভারতের আনুমানিক ৫০০ গজ অভ্যন্তরে মাগুরুলী এলাকায় ঢুকে পড়েন। বিজিবি ৪৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল স রকার আসিফ মাহমুদ জানান, গুলির শব্দ পাওয়ার পর বিজিবির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিএসএফের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তখন বিএসএফের পক্ষ থেকে গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

দণ্ডিত আসামিদের তথ্য কেন ডিজিটালাইজেশন করা হবে না, হাইকোর্টের রুল

ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের তথ্য ডিজিটালাইজেশন (অপরধী হিসেবে অনলাইনভুক্ত) কেন করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রোববার (৯ আগস্ট) এ সংক্রান্ত বিষয়ে

করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল জারির এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার ফাহমিদা আখতার। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার ফাহমিদা আখতার সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু আমাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, সেক্ষেত্রে একটি অনলাইন ডেটাবেজ যদি তৈরি করা যায়, যেন দণ্ডিত আসামিদের রেকর্ডগুলো পাবলিকলি অ্যাভেইলেবল থাকে। তিনি বলেন, এরকম ডেটাবেজ যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তাহলে আমি মনে করি, এটা দুটো পারপাস সার্ভ করবে। প্রথমত, দণ্ডিত আসামিদের রেকর্ডগুলো যেহেতু পাবলিকলি অ্যাভেইলেবল থাকবে, এ ইনফরমেশনটা আর কনফিডেনশিয়াল থাকবে না। যার কারণে সামাজিক ক্রিটিসিজমের ভয়ে, অস্ট্রাসিজমের ভয়ে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে অপরাধী বারবার চিন্তা করবে এবং অপরাধের সংখ্যাটাও কমবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

বগুড়ায় উড়াল সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা, বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়ায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের উড়ালসড়কে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে অন্য একটি ট্রাকের ধাক্কায় বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। রোববার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে শহরের ছিলিমপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দু-জনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন- বগুড়ার শেরপুর উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকার আনন্দ সরকারের ছেলে তাপস সরকার (৩৫) এবং তার ছেলে তীব্র সরকার (১৮)। নিহত অন্য একজনের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ২১

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। রোববার (৯ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। তিনি বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলা সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী রয়েছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর সর্বজনীন করার দাবি জাতীয় ছাত্রশক্তির

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বজনীন স্মৃতিশালা হিসেবে গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি। রোববার (৯ আগস্ট) সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এক সর্বজনীন মহাজাগরণ। এই আন্দোলনের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরটি বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও দমন-পীড়নের দলিলের পাশাপাশি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের সর্বজনীন স্মৃতি সংরক্ষণ করবে- এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। তিনি আরও বলেন, তবে বর্তমানে জাদুঘরটি একটি নির্দিষ্ট দলীয় ইতিহাসের দিকে ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

শাবিপ্রবির শিক্ষকদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি

রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত শিক্ষকদের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) প্রশাসন। ছয় সদস্যের এ তদন্ত কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম। রোববার (৯ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাষ্ট্রবিরোধী গোপন কার্যকলাপে জড়িত থাকার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে শাবিপ্রবির শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয়ে তদন্তপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

মহাস্থানগড়ের সীমানার মধ্যে যে-কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা

মহাস্থানগড়ে নির্মাণকাজের ওপর স্থিতাবস্থা জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এতে করে, মহাস্থানগড়ের সীমানার মধ্যে যে-কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রইলো। একইসঙ্গে আপিল দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। রোববার (৯ আগস্ট) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

আদালতে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। তিনি জানান, এইচআরপিবির করা জনস্বার্থের মামলায় মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা সংরক্ষণের নির্দেশনা দিয়ে ২০১২ সালে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করলে তার ওপর শুনানি শেষে আজ আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। মনজিল মোরসেদ আরও জানান, রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন রা ষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি মহাস্থানগড়ে আগত নারীদের নামাজের স্থান ও ওয়াশরুম তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে জানান। মহাস্থানগড়ের ভেতর নির্মাণকাজে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এসব কাজ করার জন্য রায় সংশোধনের আবেদন জানান। তারই ধারাবাহিকতায় সেটি আজ শুনানি করে আদেশ দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

৮ দিনে এলো ৯১৫ মিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শুরু থেকেই প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা দেখা যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগস্টের প্রথম আটদিনে দেশে ৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ প্রবাহ ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ৬ থেকে ৮ আগস্ট- এই তিনদিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৩১৩ মিলিয়ন ডলার। এর আগে ৪ ও ৫ আগস্ট দুইদিনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৯৬ মিলিয়ন ডলার। এদিকে, অর্থবছরের শুরু থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট তিন দশমিক ৭৭৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল তিন দশমিক ১১৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এ সময়ে রেমি ট্যান্স বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর প্রবণতা বাড়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

জেট ফুয়েলের দাম বাড়লো

উড়োজাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানি জেট ফুয়েলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আগস্টের জন্য অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে প্রতি লিটার জেড ফুয়েলের দাম ১৩০ টাকা ৯৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৫৯ টাকা ৫২ পয়সা করা হয়েছে। রোববার (৯ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন এ মূল্য ঘোষণা করেছে বিইআরসি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য প্রতি লিটার ফুয়েলের দাম শূন্য দশমিক ৮৫৫৬ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.০৩৫৮ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আদেশ আজ রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

ভাসমান পেয়ারা হাটে মুগ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দেখলেন রপ্তানির সম্ভাবনা

ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলীর ভাসমান পেয়ারা হাট ও বিস্তীর্ণ পেয়ারা বাগান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। এসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষকদের কর্মচাঞ্চল্য এবং ভাসমান বাজারের ব্যতিক্রমী আয়োজন দেখে তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক বাজারে পেয়ারা রপ্তানির সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন। রোববার (৯ আগস্ট) সকালে স্ত্রী ডিয়ান ডাওকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রদূত ভীমরুলী এলাকায় ভাসমান পেয়ারার হাট ও বিভিন্ন বাগা ন ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি স্থানীয় পেয়ারা চাষী ও বাগান মালিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পেয়ারা চাষ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে খোঁজ -খবর নেন। পরিদর্শন শেষে ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, ”ভীমরুলীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যবাহী ভাসমান পেয়ারা হাট সত্যিই অনন্য। এখানকার কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম, বাজারের প্রাণচাঞ্চল্য এবং উৎপাদিত পেয়ারার গুণগত মান তাকে মুগ্ধ করেছে।„ তিনি আরও বলেন, ”যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু এলাকায় সীমিত পরিসরে পেয়ারা উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের মানসম্মত পেয়ারা আন্তর্জা তিক বাজারে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।„ বিষয়টি তিনি তার দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

আদিবাসীরা এখনো পাননি ভূমির অধিকার ও স্বীকৃতি

শতশত বছর ধরে মৌলভীবাজার তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ -গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করলেও সরকারিভাবে এখনো স্বীকৃতি মেলেনি আদিবাসী হিসেবে। বহু বছর ধরে ভূমির অধিকার ও তাদের সাংবিধানিক ও সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে এলেও, তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। পাহাড় কিংবা সমতল, যেখানেই আদিবাসীরা বসবাস করছেন, সেখানেই বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। শুধু ভূমির অধিকার নয়; শিক্ষা, চিকিৎসা ও সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন মৌলভীবাজারে বসবাসরত আদিবাসীরা। আদিবাসীরা জানান, এ দেশে শতশত বছর ধরে বসবাস করেও, এখনো তাদের পুরোপুরি ভূমির অধিকার বাস্তবায়ন হয়নি। তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা উপজাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি অনেক আদিবাসী এলাকায়।

সাংবিধানিক ও সরকারি স্বীকৃতির জন্য দাবি জানালেও , তা বাস্তবায়ন হয়নি বলে জানান তারা। বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম সূত্রে জা না যায়, বাংলাদেশে পাহাড়ি ও সমতল অঞ্চলে প্রায় ৫০টির বেশি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ - গোষ্ঠী বসবাস করেন। এর মধ্যে মৌলভীবাজারে মনিপুরী , খাসিয়া, ত্রিপুরা, গারো, ওরাওঁসহ ২৫টির বেশি আদিবাসীর প্রায় দুই লাখ মানুষ বসবাস করছেন পাহাড় ও সমতলে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে তারা বসবাস করলেও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

পুলিশে থাকা `গুপ্ত-ফ্যাসিস্টের দোসররা, বাহিনীর মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত করছে

পুলিশ বাহিনীর ভেতরে ও বাইরে ঘাপটি মেরে থাকা `গুপ্ত ও ফ্যাসিস্টদের দোসররা, দেশ-বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টের কাছে মিথ্যা , উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করছেন বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। এসব তথ্য যাচাই না করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরঞ্জিত ও মনগড়া গল্প হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে বলেও দা বি সংগঠনটির। এতে দায়িত্ব পালনে ফিরে আসা পুলিশ সদস্যদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর কর্মস্পৃহা ও কার্যক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। রোববার (৯ আগস্ট) বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার শামীমা পারভীনের সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। বিবৃতিতে বলা হয় , `২০২৪ সালের ৫ আগস্টের অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে পুলিশের ভঙ্গুর মনোবল যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং বাহিনীর সদস্যরা নতুন উদ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনে ফিরে আসছেন , ঠিক সেই সময়ে পলাতক , জনবিচ্ছিন্ন ফ্যাসিস্ট শক্তি এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল একটি পরিকল্পিত অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর বাইরে ও অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা এসব গুপ্ত ও ফ্যাসিস্টদের দোসররা দেশ -বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও নামধারী সাংবাদিকের কাছে মিথ্যা , উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করছেন। এসব তথ্যের সত্যতা , প্রেক্ষাপট ও যথার্থতা যাচাই না করে কথিত সাংবাদিক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা সেগুলোকে অতিরঞ্জিত করে নানা মনগড়া ও বিভ্রা ন্তিকর গল্প তৈরি করছেন এবং নিজেদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্লাটফর্মে প্রচার করছেন।,(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শুমারিতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের নিয়োগের দাবিতে ইউএনও কার্যালয় ঘেরাও

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ফ্যামিলি কার্ড শুমারির তথ্য সংগ্র হকারী ও সুপারভাইজার পদে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতা - কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা হয়েছে। এসময় বিক্ষোভকারীরা ইউএনও-এর কার্যালয় ঘেরাও করে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। রোববার (৯ আগষ্ট) দুপুর বেলা সাড়ে ১১টা দুপুর থেকে ১টা পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা ইউএনও -এর কার্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে কার্যালয় ঘেরাও করে রাখেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায় , দুপুর ১২টা ১১ মিনিটে ইউএনও কার্যালয়ের কেচিগেট খুলে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে অবরুদ্ধ অবস্থায় দ্বিতীয় তলায় দাঁড়িয়ে নিয়োগপ্রাপ্তদের পুনরায় যাচাই -বাছাইয়ের আশ্বাস দিলে দুপুর ১টার দিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইউএনওকে অপসারণের আলটিমেটাম দিয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বর ত্যাগ করেন আন্দোলনকারীরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

যশোর রেলওয়ে জংশন সংস্কার-উন্নয়নের দাবি

যশোর থেকে ঢাকাগামী প্রভাতী ট্রেন চালুসহ যশোর রেলওয়ে জংশন সংস্কার ও উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। রেলওয়ে মহাপরিচালক বরাবর দেওয়া এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন যশোর রেলওয়ে জংশনের স্টেশন মাস্টার সাইদুজ্জামান। রোববার (৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বৃহত্তর যশোর রেলযোগাযোগ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ এই স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে বলা হয় , বৃহত্তর যশোর রেলযোগাযোগ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি দীর্ঘদিন ধরে যশোর থেকে ঢাকাগামী প্রভাতী ট্রেনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই দাবির পাশাপাশি রেলওয়ের আরও কিছু সমস্যা -সংকট কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে যশোর জংশনের যাত্রী বিশ্রামাগার ও দ্বিতীয় প্লাটফর্মের সমস্যা। নেতৃবৃন্দ জানান , যশোরসহ এই এলাকার মানুষের রেল যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন যশোর জংশন। এখান থেকে রাজধানী ঢাকাসহ উত্তরাঞ্চ ল ও দক্ষিণাঞ্চলে ট্রেন চলাচল করে। এছাড়াও বেনাপোল ও কলকাতা থেকে বিদেশি যাত্রীদের ঢাকা চলাচলেরও মাধ্যম যশোর জংশন। কিন্তু দুঃখের বিষয় , যশোর জংশনের যাত্রী বিশ্রামাগার ও পার্কিং এরিয়ার অবস্থা খুবই নাজুক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ রিহাব)

শাহজাহানপুর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২১

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (৯ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন , গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) শাহজাহানপুর

থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে শাহজাহানপুর থানা পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বি, স্যারেরা! রিয়ালিটি মাইনে নেন: মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী

`গুলি করলে মরে একটা, বাকিডি যায় না,- এমন মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে ফেসবুকে একটি পোস্টারের ছবি দিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন সাবেক উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী। রোববার (৯ আগস্ট) নিজের ওই ফেসবুক পোস্টে ফারুকী লেখেন, ”এই বাকিডির সংখ্যা কোটি কোটি, স্যার। এদের বয়স কম এবং এরা এখনো জিন্দা, স্যার। জুলাইয়ের ইতিহাস এরাই সামনে বয়ে নিয়ে যাবে, স্যার।„ স্ট্যাটাসের শেষাংশে তিনি লিখেছেন, ”জ্বি, স্যারেরা! রিয়ালিটি মাইনে নেন।„ ফারুকীর পোস্টের সঙ্গে দেওয়া ছবিতে টাঙানো একটি লাল রঙের পোস্টার দেখা যায়। সেখানে লেখা রয়েছে, `গুলি করি, মরে একটাই। একটাই যায় স্যার, বাকিডি যায় না!„ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অনেকেই। ওই সময়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে এ বিষয়ে তথ্য দিচ্ছিলেন ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের সদ্য সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন। সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে ফেসবুকে এই স্ট্যাটাস দেন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ৬ কমিটি গঠন

নতুন রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছয়টি কমিটি গঠন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কমিটিগুলো গঠন করে রোববার (৯ আগস্ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত দিন, তারিখ, সময় ও স্থানে রাষ্ট্র পতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। উক্ত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান যথাযথ মর্যাদায় সুচারু ও সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এ কমিটিগুলো গঠন করা হলো। কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব সমন্বয় ও সংস্কার ফারাহ শাম্মীর নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটি, প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. শামীম সোহেলের নেতৃত্বে ডকুমেন্টেশন ও রেকর্ড সংরক্ষণ কমিটি এবং অতিথি তালিকা প্রণয়ন ও আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ কমিটি, সমন্বয় অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ হাসানের নেতৃত্বে আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও প্রাপ্তি যাচাই কমিটি, কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে আসন ব্যবস্থাপনা কমিটি, আইন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ইয়াসমিন বেগমের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা কমিটি। কমিটিগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। পত্রপ্রাপ্তির পর কমিটি দ্রুত সভা আহ্বান করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। উপ-কমিটির আহ্বায়করা তাদের কার্যাদি নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবকে (সমন্বয় ও সংস্কার) অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা নেবেন বলে অফিস আদেশে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শিশুদের কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে উদ্যোগ নেবে সরকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্র চার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেন, যাদের অবদান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ ও গণতন্ত্র অর্জিত হয়েছে, শিশুদের তাদের সম্পর্কে জানানো অত্যন্ত জরুরি। রোববার (৯ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে লেখক-সাংবাদিক সাবরিনা শুভ্রা রচিত `শহিদ জিয়ার গল্প শোনো, ও `ছোটোদের প্রিয় খালেদা জিয়া, বই দুটির মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে প্রকাশনা সংস্থা `দশমিক,। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাচ্চাদের জন্য বাংলাদেশের আসল ইতিহাস, যাদের কারণে আমরা স্বাধীন দেশ ও গণতন্ত্র পেয়েছি, তাদের বিষয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোটা খুব বেশি দরকার। তবে সে অনুপাতে ওইভাবে বই, লেখনি বা চলচ্চিত্র গড়ে ওঠেনি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে আমরা সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য কাজ কর ছি। এ ধরনের উদ্যোগে সার্বিক সহযোগিতা করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের জন্য এ জাতীয় বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা দরকার, যাতে তারাও দেশের ইতিহাস ও ত্যাগী নেতাদের অবদান সম্পর্কে সহজে জানতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

নতজানু নীতির কারণে ফারাক্কার ন্যায্য পানি নিশ্চিত হয়নি

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং নতজানু নীতির কারণে বিগত সরকার ফারাক্কার ন্যায্য পানি নিশ্চিত করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন , রাজনৈতিকভাবে ফারাক্কা চুক্তি নবায়নের পাশাপাশি পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রী আরও বলেন , বাংলাদেশের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ৫৭টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এসব নদীর সঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি , খাদ্য ও পানি নিরা পত্তা, পরিবেশ, জলবায়ু সহনশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জড়িত। রোববার (৯ আগস্ট) রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে 'দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৬৭২

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দু -জন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট ৬১ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া নতুন ৬৭২ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর ফলে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৪১ জন। রোববার (৯ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তা অনুযায়ী , নতুন মারা যাওয়া দু -জনই নারী। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ৪৬ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং আরেকজন ৬১ থেকে ৬৫ বছর বয়সি। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ৫৪৯ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এছাড়া খুলনায় ২৯৮, বরিশালে ২৬০, চট্টগ্রামে ১২০, ময়মনসিংহে ১১৩, রাজশাহীতে ৭৩, রংপুরে ২৩ ও সিলেট বিভাগে পাঁচজন চিকিৎসাধীন। এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৯ হাজার ৩৪৫ জন। তাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৭ হাজার ৮৪৩ জন। মারা যাওয়াদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে , মোট ৬১ জনের মধ্যে নারী ৩৯ জন বা ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং পুরুষ ২২ জন বা ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ ০৯.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সৌদিতে সোফা কারখানায় আগুনে ১২ বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যু

সৌদি আরবে একটি সোফা কারখানায় লাগা আগুনে দগ্ধ হয়ে এখন পর্যন্ত ১২ বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১০ জন নওগাঁর আত্রাই ও দু-জন নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রোববার (৯ আগস্ট) সৌদি আরবের ওই কারখানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তারা সবাই সৌদির ওই কারখানায় কাজ করতেন বলে জানা গেছে। রাতে নওগাঁর জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আত্রাই উপজেলায় ১০ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, আত্রাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান প্রাথমিকভাবে সাতজনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১০.০৮.২০২৬ নারগীস)

এসএসসির ফল আজ, জানা যাবে তিনভাবে

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে আজ সোমবার (১০ আগস্ট)। এদিন সকাল ১০টায় সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এ ফল ঘোষণা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনের এসএমএসসহ তিন মাধ্যমে ফলাফল দেখতে পারবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফলাফল শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট, মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ফলাফল জানতে পারবেন। শিক্ষা বোর্ডগুলোর কমন ওয়েবসাইটের (https://eduboardresults.gov.bd এবং https://educationboardresults.gov.bd) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ফল দেখা যাবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী যে শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছে, সেই বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও ফল দেখা সম্ভব।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১০.০৮.২০২৬ নারগীস)

রেডিও টুডে

দেশের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকাই এই সরকারের দায়িত্বঃ প্রধানমন্ত্রী

লবণ চাষীদের কষ্ট লাঘবে শিগ্ গিরই লবণের নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (৯ আগস্ট) চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবা রের কাছে নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন , দেশের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকাই এই সরকারের দায়িত্ব। চলতি অর্থবছরে ৪১ লাখ নারীর হাতে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে। এছাড়া আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। প্রধানমন্ত্রী বলেন , বিদ্যুৎ ও গ্যাস নিয়ে যে-সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোর সমাধানে সময় লাগবে। তবে এসব বিষয় নিয়ে কিছু মানুষ বিভ্রান্তিকর কথা বলে জনগণের শান্তি নষ্ট করতে চায়। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন , যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। বিভ্রান্তকারীরা যাতে কোনো সুযোগ না পায় , সেদিকেও নজর রাখতে

হবে। দেশে ঝগড়া-ফ্যাসাদ চলবে, নাকি দেশকে এগিয়ে নেওয়া হবে - এ বিষয়ে দেশের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পেছনে পড়ে থাকার সুযোগ নেই। এখন সময় জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করার। দেশের মানুষ বিভ্রান্ত না হয়ে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রীর কাছে হেফাজতের ৯ দফা দাবি

মহান আল্লাহ, রাসুল (সা.), পবিৎর কোরআন ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়নসহ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে নয় দফা দাবি জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। রোববার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। এ সময় হেফাজতের পক্ষ থেকে এসব দাবি তুলে ধরা হয়। হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানের দেওয়া অভিনন্দনপত্রে দাবিগুলো উল্লেখ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- মহান আল্লাহ, রাসুল (সা.), পবিত্র কোরআন ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন, কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো আইন না করা এবং ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরসহ বিভিন্ন ঘটনায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করা। এ ছাড়া কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি কার্যকর করা এবং মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল, স্থানীয় সংসদ সদস্য সরোয়ার আলমগীর এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হেফাজতের পক্ষ থেকে নয় দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া অভিনন্দনপত্রে বলা হয়, `বিপ্লব, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক রাহবার ও উলামায়ে কেরামের স্মৃতিবিজড়িত চট্টগ্রাম জেলার ঐতিহাসিক জনপদ ফটিকছড়ির বাবুনগর পুণ্যভূমিতে, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে উলামায়ে কেরাম ও জনগণের পক্ষ থেকে তাকে `প্রাণঢালা মহব্বত ও আন্তরিক মোবারকবাদ,। এতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী ও সাবেক আমির আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী এবং `ইসলাম ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে আত্মত্যাগী সকল শহিদকে, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অভিনন্দনপত্রে বলা হয়, ফটিকছড়ি শুধু ভৌগোলিকভাবে গঠিত কোনো এলাকা নয়; এটি দেশের দ্বীনি শিক্ষা, ইসলামি সংস্কার ও আধ্যাত্মিক সাধনার একটি ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র। বাবুনগর মাদরাসা ও আশপাশের দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে আলেম গঠন, বিশুদ্ধ আকিদা চর্চা ও সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষ করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক আমির শায়খুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী এবং বর্তমান আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর মতো প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এ অঞ্চলটি সমকালীন ইসলামি অন্যতম প্রধান মারকাজ হিসেবে স্বীকৃত বলে উল্লেখ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরকে `এই অঞ্চলের ইতিহাস ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় এক নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সূচন ` হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের ক্ষতি প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার : মির্জা ফখরুল

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে, এ কারণে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে- এমন মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার (৯ আগস্ট) দুপুরে রংপুর শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় বিরো ধী দলের উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল বলেন, তারা আগের মতো হাসিনার ভাষায় কথা বলছে। বিরোধী দল সব সংকট এখনই সমাধান চায়। দ্রুত গ্যাস সংকট সমাধান হবে। এছাড়া , সংকট সমাধানে সময় দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে হাজারও ছাত্রজনতা ও নারী-শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। গত ১৭ বছর লাখ লাখ মামলা , গুম ও হাজার হাজার খুন করা হয়েছে। বাংলা সংবাদ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মুসফিকুল ফজল আনসারী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি রেজেকা সুলতানা , ফেন্সি, রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চেয়ারম্যান , জেলা পরিষদের প্রশাসক ও রংপুর জেলা প্রশাসকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ এলিনা)

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে বলে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এ ঘটনায় তদন্ত ও চার্জশিটের পর এবার বিচারিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হবে। রবিবার বিকেলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির আল জমিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইন্টেরিমের আমলে আমি বলেছি, আপনারা শুধু মামলাটা করেন। বাকিটা আমি দেখব। এরপর আপনারা তথ্য দিয়েছেন, তদন্ত হয়েছে, চার্জশিট দেওয়া

হয়েছে, বিচারও হবে। তিনি বলেন, দেশে ইসলামবিরোধী কোনো আইন হবে না। ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে নিজেদের অধিকার পায়, সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাবে। মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, হেফাজতে ইসলামের আমির মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

সালাহউদ্দিন আহমদের গুম: জিয়াউল আহসানকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের আবেদন

বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে গুমের ঘটনায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার আবেদন করা হয়েছে। রোববার (৯ আগস্ট) ট্রাইব্যুনালে এ আবেদন করেন প্রসিকিউশন। প্রসিকিউশন জানিয়েছে , ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর এই মামলায় জিয়াউল আহসানকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করা হতে পারে। ২০১৫ সালের ১০ মার্চ রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে নিখোঁজ হন তৎকালীন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সালাহউদ্দি ন আহমদ। প্রায় দুই মাস পর ১১ মে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতীয় পুলিশ তাকে শিলংয়ের রাস্তায় ঘোরাফেরা অবস্থায় উদ্ধার করে। সালাহউদ্দিন আহমদের দাবি, বাংলাদেশ থেকে তাকে অপহরণ করে গুম করা হয়েছিল। শিলংয়ে উদ্ধারের পর বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। ২০১৫ সালের ২২ জুলাই ওই মামলায় তাকে অভিযুক্ত করা হলেও , ২০১৮ সালে তিনি খালাস পান। এরপরও তাকে ভারতে অবস্থান করতে হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট দেশে ফেরেন তিনি। দেশে ফেরার পর গুমের ঘটনার বিচার চেয়ে ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর গুম -সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনে অভিযোগ দেন সালাহউদ্দিন। পরে ২০২৫ সালের ৩ জুন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা , সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক , সাবেক র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, সাবেক এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম এবং মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে আসামি করা হয়। পরবর্তী সময়ে সালাহউদ্দিন আহমদকে গুমের ঘটনায় জিয়াউল আহসানের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্তে উঠে আসে। ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর শতাধিক গুম ও হত্যার অভিযোগসংবলিত মামলায় জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। তখন প্রসিকিউশন জানিয়েছিল , সালাহউদ্দিন আহমদসহ কয়েকজ নকে গুমের ঘটনায়ও জিয়াউল আহসানের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। প্রসিকিউশনের অভিযোগ , ২০১৫ সালে সালাহউদ্দিন আহমদকে গুম করে ভারতে পাঠানোর ঘটনায় জিয়াউল আহসানের ভূমিকা ছিল। প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামও আদালতে জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুম ও হত্যা কাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলে ধরেছেন। তবে এসব অভিযোগের বিচারিক সত্যতা এখনো প্রমাণিত হয়নি এবং তা আদালতের বিচারাধীন বিষয়। জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে শতাধিক গুম ও হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারিক কার্যক্রম চলছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে চার্জ গঠনের শুনানির জন্য ২১ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছিল। সালাহউদ্দিন আহমদের গুমের ঘটনায় তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য রোববারের আবেদনকে ওই মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আবেদনের ওপর শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল এ বিষয়ে আদেশ দেবেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৮.২০২৬ এলিনা)

শিক্ষার উন্নয়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা চাইলেন শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আইরিন খান। রোববার এ সাক্ষাতে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মঈনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত আইরিন খান। একইসঙ্গে শিক্ষার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। আইরিন খান বলেন, "তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলতার সঙ্গে এ খাতে কাজ করছেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।„ শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।„ তিনি বলেন, "শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে সরকার যে-সব উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সহযোগিতা প্রয়োজন।„ এসময় বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে জাতিসংঘের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি দেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। সাক্ষাতে

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারে ভবিষ্যতে জাতিসংঘের সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতি হওয়ার বিষয়ে কিছুই জানি না, বিষয়টি আমার নলেজে নেই : মির্জা ফখরুল

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মূলধারার গণমাধ্যমে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে দেশটির পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলে তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি এবং বিষয়টি তার জানা নেই বলে জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল নিজেই। রোববার সন্ধ্যায় একটি গণমাধ্যম মির্জা ফখরুলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ”এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। বিষয়টি আমার নলেজে নেই।„ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

শয়তান জামায়াতে ইসলামীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে : ডা. শফিকুর রহমান

শয়তান জামায়াতে ইসলামীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, শয়তান আমাদের সংগঠনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এজন্য একে অন্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোববার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা/মহানগরী আমির ও নায়েবে আমিরদের নিয়ে ৬ থেকে ৮ আগস্ট তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীপুরস্থ স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার এই শিক্ষা শিবির শুরু হয়ে গতকাল ৮ শনিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াত আমির বলেন, জেলা আমিরসহ আমাদের দায়িত্বশীল ও রুকনদের সতর্ক হতে হবে। নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করতে হবে। আল্লাহ মুসলমানদের বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা কখনও সহজ, কখনও কঠিন হয়। এটি তার সুন্নাহ। মূলত মুমিন জীবনের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আল্লাহ তা,আলা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। এ পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাজনৈতিকভাবে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা হবে : পানিসম্পদ মন্ত্রী

পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে ফারাক্কা চুক্তি নবায়নের পাশাপাশি পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ৫৭টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এসব নদীর সাথে আঞ্চলিক শান্তি, খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা, পরিবেশ, জলবায়ু সহনশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জড়িত। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং নতজানু নীতির কারণে বিগত সরকার ফারাক্কার ন্যায্য পানি নিশ্চিত করতে পারে নাই। আজ রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ মিলনায়তনে `দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, বন্যা, নদী ভাঙন, খরা, লবণাক্ততা ও পানি সংকট দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি তৈরি করছে। নদীর পানির প্রবাহ ও বন্যার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, যৌথ গবেষণা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এসময় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা জোরদার করে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, জ্বালানি ও আঞ্চলিক যোগাযোগের মতো অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

৪২ ঋণখেলাপির পাচারের অর্থ উদ্ধারে তৎপরতা শুরু

আরও ৪২ শীর্ষ ঋণখেলাপির পাচার করা সম্পদ উদ্ধারের তৎপরতা শুরু করেছে ব্যাংকগুলো। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১ প্রতিষ্ঠানের পর এসব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে তাদের গোপন সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। এজন্য বিশ্বখ্যাত ৮টি আন্তর্জাতিক আইনি ও পেশাদার পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে আজ বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। জানা গেছে, গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিকেল তিনটা থেকে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিভিন্ন ব্যাংকের এমডি উপস্থিত আছেন। মূলত- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াসহ ১২টি দেশকে প্রধান লক্ষ্য করে পাচারের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। `নো উইন, নো পে, নীতিতে সম্পদ পুনরুদ্ধারের এই কার্যক্রমে কোনো ব্যাংককে অগ্রিম অর্থ দিতে হবে না। বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে সম্পদ অনুসন্ধান করবে। উদ্ধার হওয়া সম্পদের একটি অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে তাদের দিতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শীর্ষ ১১টি গ্রুপের ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, কর ফাঁকিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-জালিয়াতি খুঁজতে যৌথ তদন্ত দল গঠন করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবার এবং আলোচিত ১০টি শিল্প গ্রুপের দেশে ও বিদেশে থাকা মোট ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এই ১০ শিল্প গ্রুপ হলো- এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, প্রিমিয়ার গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ ও আরামিট গ্রুপ। দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলের যৌথ তদন্তের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিদেশি সম্পদ উদ্ধারে সহায়তা করছে গ্র্যান্ট থর্নটন, বেকার ম্যাকেঞ্জি, পিডব্লিউসি ও ডেলয়েটের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী, ২০০ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে এমন ৪২টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশে পাচার করা সম্পদ খুঁজে বের করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৮টি বড়ো বিদেশি সংস্থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো- গ্র্যান্ট থর্নটন, আরআই কনসোর্টিয়াম, বেকার ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড পিডব্লিউসি, ডিএলএ পাইপার অ্যান্ড ক্রোল, ইওয়াই অ্যান্ড ডেন্টনস, রহমান রাভেলি অ্যান্ড ইন্টারপাথ, বিসিজি অ্যান্ড এইচএইচআর এবং অ্যানিমাস অ্যাসোসিয়েটস। মূলত- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, হংকং, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে গুমের ঘটনায় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার সাইফুর রহমান সাইফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রোববার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ পরোয়ানা জারি করেন। এর আগে, ইলিয়াস আলীকে গুমের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালে এ আবেদন করা হয়। চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ইলিয়াস আলীর গুমের ঘটনায় উইং কমান্ডার সাইফুর রহমানের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে তাকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে বিএনপির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী এবং তার গাড়িচালক আনসার আলী নিখোঁজ হন। এরপর থেকে তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

STATE OF EMERGENCY DECLARED AS FAST-MOVING CANADA WILDFIRE DOUBLES IN SIZE

A state of emergency has been declared after thousands of people were forced to flee their homes as a fast-moving wildfire in a remote part of western Canada spread rapidly, doubling in size since it was first detected on Friday. The Bald Range fire now occupies more than 39 sq miles across the Summerland, Peachland and other districts of British Columbia, according to the BC Wildfire Service. British Columbia Premier David Eby told a news conference on Saturday that one fire official had likened the fire to "a bomb going off". The flames were so high that they had created their own weather systems, which creates lightning, Eby said. (BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

ISRAEL ACCUSED OF WEAPONIZING ARCHAEOLOGY AT ANCIENT WEST BANK SITES

Up in the hills above the Roman columns of the ancient site of Sebastia, in the occupied West Bank, are olive fields that have been cultivated for generations by Palestinian families. One of the landowners, Abu Mudif, says he has received notification that his land is part of a tranche of about 450 acres that the Israeli authorities are taking possession of in order, they say, to protect and develop the site for a major new national park. Typically, Palestinian landowners receive little or no payment for such land expropriation. And even when it is offered, most refuse it as they see accepting it as giving recognition and legitimacy to the loss of what they see as their patrimony. The concerns of the village that surrounds Sebastia have been echoed by the United Nations culture and education agency, Unesco, which has now declared it not just a World Heritage Site but also added it to the List of World Heritage in Danger. But the Israeli Foreign Minister, Gideon Saar, has portrayed Unesco's move as enabling Palestinian efforts to diminish historic Jewish ties to the West Bank.
(BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

FIFA CRITICIZES CAMPAIGN TO OUST PRESIDENT INFANTINO

Fifa has strongly criticized what it calls a "concerted and ongoing effort" to "undermine" the organization and its president Gianni Infantino. The statement follows a Daily Telegraph report which claimed Infantino's alleged lover was given a severance payment by Uefa after he had an affair while he was its general secretary. A Fifa spokesperson told the Telegraph Infantino "strongly denies" the allegations and that they are "categorically untrue". Fifa has

now itself hit out at "unsubstantiated assertions and demonstrably false claims", adding that "speculation and insinuation should not be presented as fact". Infantino has come under increasing pressure from Uefa and European football associations over his aborted Fifa Forward Enterprise (FFE) proposal. (BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

HORMUZ TALKS POSITIVE, OMAN SAYS, AS IRAN WARNS DEAL WOULD NOT OPEN STRAIT

Oman has said positive talks have been taking place with Iran over an agreement to secure a shipping route through the Strait of Hormuz, as Tehran warned that any deal would not see an immediate reopening of the vital waterway. Both sides suggested on Saturday that discussions were progressing, but a timeline on any deal being finalized remained unclear. Oman's foreign ministry warned against attacks on shipping that could hamper that. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said talks were in their final stages but the reopening of the strait remained "subject to other conditions". Tehran has effectively blockade the waterway, through which around a fifth of the world's oil and natural gas usually flows, since the US and Israel began attacking it in February. Talks in recent days have focused on the possibility of a deal between Iran and Oman on a new route through the strait, which they would both have responsibility for and is hoped would lead to progress in resuming shipping traffic. (BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

RUSSIAN FORCES KILL SEVERAL IN UKRAINE, LAUNCH 'BRUTAL' ATTACK IN ODESA

An overnight Russian attack on an apartment building has killed two people in Ukraine's northwestern city of Kharkiv as Moscow also keeps up its attacks on Ukrainian energy infrastructure. Russian forces hut a high rise in the Saltivskyi district, killing a 50-year-old man and a 66-year-old man, Kharkiv Governor Oleh Syniehubov wrote on Telegram. At least 21 people were wounded. In the southern region of Kherson, Russian artillery killed a 61-year-old woman in the Berislavsky district early on Sunday, according to the regional prosecutor's office. And in the Dnipropetrovsk region's city of Pavlohrad, an "absolutely wicked" attack near a shopping mall wounded nine people, Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote on X. The injured included four children. There were also attacks on the Zhytomyr, Mykolaiv, Kyiv, Kherson, Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporozhzhia and Donetsk regions, Zelensky said. In Russia, the TASS news agency reported that Ukrainian drone attacks killed three civilians overnight in Belgorod.
(BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

ISRAEL REJECTS TRUMP'S 15-POINT PLAN FOR GAZA

Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel has rejected United States President Donald Trump's Board of Peace plan for Gaza, and will not withdraw forces until the Palestinian group Hamas fully disarms. "Israel rejects the 15-point document," Netanyahu said at a cabinet meeting on Sunday, referring to a plan endorsed last month by the Palestinian group Hamas. The Israeli army "will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed and will continue to thwart threats against our forces and our citizens", he added. Israel has continued to carry out near-daily deadly attacks across the Gaza Strip since agreeing to a ceasefire with Hamas last October. (BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

SAUDI ARABIA SAYS FIRE EXTINGUISHED AT ARAMCO FACILITY IN JIZAN

A fire reported at a facility belonging to state oil giant Aramco has been extinguished, authorities in Saudi Arabia have said. The blaze broke out early on Sunday at a site in the coastal city of Jizan, the Saudi Ministry of Energy wrote in a statement on X. No casualties were reported. "The competent authorities are completing the necessary procedures to deal with the incident," the ministry added. It did not say what caused the fire. Later, Yemen's Iran-backed Houthi rebels claimed the attack on the facility, located on the Red Sea near its border, the latest in a series of strikes claimed by the group targeting Saudi oil sites. A military spokesman for the Houthi-led government in the capital, Sanaa, Yahya Saree, wrote on X the group "succeeded in targeting the Aramco refinery in Jizan with a drone, and the strike was precise". He said the attack came in response to Saudi Arabia's "breach of the airspace of the provinces of Saada and Hajjah" with drones.
(BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

IRAN ISSUES NEW DEMANDS AS PEZESHKIAN SEEKS DEAL

Iran's Supreme National Security Council has set out new conditions it says the United States must meet before the Strait of Hormuz can fully reopen. Mohammad Bagher Zolghadr, secretary of the council, said on Saturday that the strait would remain closed until Washington "corrects its behaviour" in a statement published by Iran's state broadcaster IRIB. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) also said on Saturday that reopening Hormuz depended on Washington accepting the conditions and was separate from negotiations between Iran and Oman. The six conditions Zolghadr listed broaden the terms Iran now says must be met before Hormuz can reopen, tying the waterway to a more expansive set of political, military and economic demands than those set out in the June memorandum. (BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

HELICOPTER CRASH KILLS PILOT AND CREW MEMBER AMID UTAH WILDFIRE BATTLE

A pilot and one crew member have been confirmed dead after their firefighting helicopter crashed while battling a massive wildfire in central Utah. The Sikorsky S-64 'Skycrane' operated by Helicopter Transport Services under contract with the United States Forest Service, went down about 10am local time on Friday near Richfield, in the Three Creeks Reservoir area southwest of the city, close to the southeastern edge of the Widemouth 2 fire. The National Interagency Fire Center (NIFC) confirmed the deaths on Saturday, more than 24 hours after the crash, saying the two crew members were "fatally injured" and extended its "condolences to the friends and family of the deceased".

(BBC News Web Page: 09/08/26, FARUK)

:: THE END ::